গাজার আল-শিফা হাসপাতালে তৃতীয় গণকবরের সন্ধান

সারে-জমিন

ইউসুফ পাঠানের হয়ে ভোটপ্রচার ভাই ইরফানের

রূপসী বাংলা

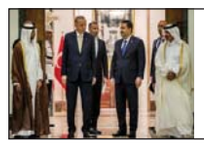

মধ্যপ্রাচ্য মুঠোয় রাখতে ইরাকে খুঁটি গাড়ছেন এরদোগান

সম্পাদকীয়

পরিযায়ী শ্রমিকের কন্যা ইরামের ইচ্ছা আইপিএস

রূপসী বাংলা

আইপিএলে হায়দরাবাদের ছক্কার নয়া রেকর্ড সৃষ্টি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১০ মে, ২০২৪
২৭ বৈশাখ ১৪৩১
৩০ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 126 ■ Daily APONZONE ■ 10 May 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

উচ্চতায় অদ্বিতীয়, উজ্জ্বলতায় অম্লান

আল-আমীন মিশন

খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

Al-Ameen Mission 34 Years in service to the society

প্রথম দশে ২ কুড়ির মধ্যে ২১

উচ্চ-মাধ্যমিক ২০২৪

কৃতীদের হার্দিক অভিনন্দন

7th

৪৯০ (৯৮%) মহম্মদ সাহিদ

৯০-১০০% (O) ৩৫১ জন
৮০-৮৯% (A+) ১১৮৯ জন
৭০-৭৯% (A) ৫১২ জন
৬০-৬৯% (B+) ৭১ জন

10th

৪৮৭ (৯৭.৪%) তৌফিক মামুদ

মোট পরীক্ষার্থী ২১২৬ জন

দুঃস্থ ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী	৪৩৭ জন (২১%)
নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী	৮৭৩ জন (৪১%)
মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী	৮১৭ জন (৩৮%)

সাফল্য এক নজরে

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	সর্বোচ্চ
ছাত্র (বিজ্ঞান)	১২০৯	২০০	৫৭৬	৮৯৯	১০৭৫	১১৬০	৯৮%
ছাত্রী (বিজ্ঞান)	৮৬২	১৩৪	৩৫৯	৫৯৪	৭৬৫	৮৪১	৯৫.৮%
ছাত্র-ছাত্রী (কলা)	৫৫	১৭	৩৫	৪৭	৫১	৫১	৯৬.৮%
সর্বমোট	২১২৬	৩৫১	৯৭০	১৯৮১	১৮৯১	২০৫২	—

রাজ্যে ১৩

৪৮৪ (৯৬.৮%) আশিফ মহম্মদ

রাজ্যে ১৪

৪৮৩ (৯৬.৬%) ওয়াসিম ফারহাদ

রাজ্যে ১৪

৪৮৩ (৯৬.৬%) মুস্তাক মামুদ

রাজ্যে ১৪

৪৮৩ (৯৬.৬%) জামাল সাবজি

রাজ্যে ১৫

৪৮২ (৯৬.৪%) মহম্মদ ইশা

রাজ্যে ১৫

৪৮২ (৯৬.৪%) মহ. মুস্তাফিজুর রহমান

রাজ্যে ১৬

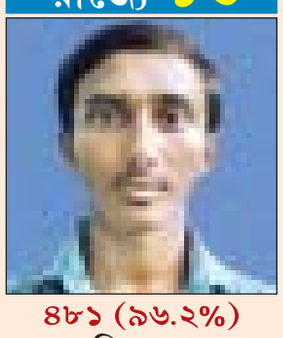

৪৮১ (৯৬.২%) আতিক মোল্লা

রাজ্যে ১৭

৪৮০ (৯৬%) সোলেমান সেখ

রাজ্যে ১৭

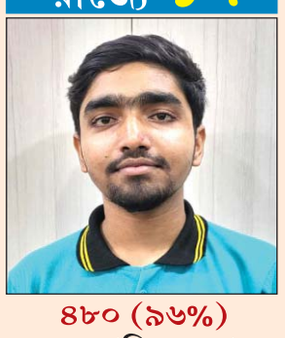

৪৮০ (৯৬%) মহ. রামিজ রেজা

রাজ্যে ১৮

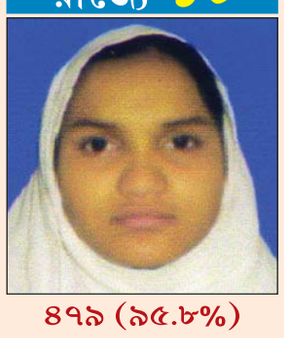

৪৭৯ (৯৫.৮%) নাজমুন নেশা

রাজ্যে ১৮

৪৭৯ (৯৫.৮%) মুনতাসির রহমান বিশ্বাস

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি: ২০২৪-২৫

NEET (UG) 2025 আবাসিক কোচিংয়ে ভর্তি

ভর্তির জন্য Online মিটিংয়ে যারা অংশ নিতে পারবে

ছাত্রীদের জন্য

■ মিশনে নিট আবাসিক কোচিংয়ে থেকেছে, কিন্তু ৬০০-র কম নম্বর পাবে বলে মনে করছে যে সব ছাত্রীরা।
■ যারা ক্রাশ কোর্সে মিশনের বিভিন্ন শাখায় ছিল বা যাদেরকে জায়গা দেওয়া যায়নি বা যারা ভর্তি হতে পারেনি।
■ ২৪ মার্চ-এর নিট কোচিংয়ের জন্য অ্যাডমিশন টেস্টে যারা পাস করেছে।

এই তিনটি বিভাগের জন্যই Online meeting : ১০ মে সন্ধ্যে ৭ টা ৩০ মিনিট।

ছাত্রদের জন্য

■ মিশনে নিট আবাসিক কোচিংয়ে থেকেছে, কিন্তু ৬০০-র কম নম্বর পাবে বলে মনে করছে যে সব ছাত্ররা।

Online meeting : ১১ মে সন্ধ্যে ৭ টা ৩০ মিনিট।

এ ছাড়াও নিট (ইউজি) ২০২৪-এ র ফল প্রকাশের পর প্রাপ্ত নম্বর ও অভিভাবক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আরও কিছু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হবে।

একাদশ (বিজ্ঞান ও কলা) শ্রেণিতে

বিভাগ	ছাত্র/ছাত্রী	যোগ্যতম মান	প্রবেশিকা পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ	নির্বাচন পদ্ধতি	স্থান
বিজ্ঞান	ছাত্র ও ছাত্রী	৮০% ও তদূর্ধ্ব	১০ মে শুক্রবার বেলা ১১ টা	প্রবেশিকা পরীক্ষা ও অভিভাবক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে	খলতপুর, হাওড়া ৭৪৭৯০২০০৪৩
কলা	ছাত্র ও ছাত্রী	৫০% ও তদূর্ধ্ব	১১ মে শনিবার দুপুর ১২ টা	সরাসরি অভিভাবক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে	খলতপুর, হাওড়া ৭৪৭৯০২০০৪৩

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি

■ ফর্ম পেতে যোগাযোগ করুন- ৮৩৭৩০ ৫৮৬৯৫, ৮৩৭৩০ ৫৮৭২৬
■ প্রবেশিকা পরীক্ষা- ১৯ মে, ২০২৪ | সময় দুপুর ১২ টা।
■ পরীক্ষাকেন্দ্র- আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কেল | ৮ডি দরগা রোড, পার্কসার্কাস, কলকাতা

রাজ্যে ১৯

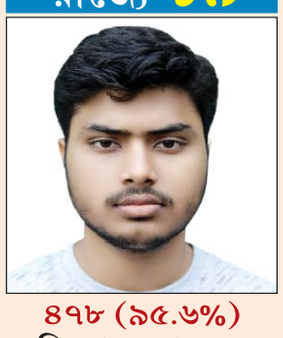

৪৭৮ (৯৫.৬%) রিজুয়ানুর আহমেদ

রাজ্যে ১৯

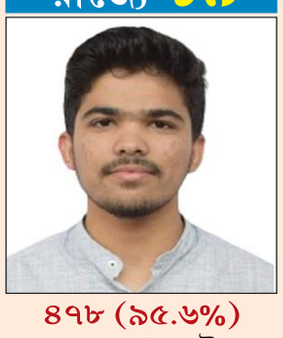

৪৭৮ (৯৫.৬%) মহম্মদ আজমাইন

রাজ্যে ১৯

৪৭৮ (৯৫.৬%) এরফান মল্লিক

রাজ্যে ১৯

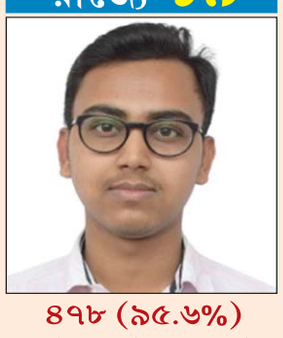

৪৭৮ (৯৫.৬%) আব্দুল রাজেব সেখ

রাজ্যে ২০

৪৭৭ (৯৫.৪%) সৈয়েদা কবিরা আজমি

রাজ্যে ২০

৪৭৭ (৯৫.৪%) মহম্মদ সরফারাজ

রাজ্যে ২০

৪৭৭ (৯৫.৪%) মাহে আঞ্জুম

রাজ্যে ২০

৪৭৭ (৯৫.৪%) আমান মোল্লা

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ❖ সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ ❖ সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/ ৫৯/ ৬৬/৭৬ /৭৯

প্রথম নজর

বোলপুর রোড শো তে এলেন না দেব

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার বোলপুরে রোড শোতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল অভিনেতা দেবের। কিন্তু আবহাওয়া খারাপের জন্য তার হেলিকপ্টার করে আসা সম্ভব হয়নি। তাই তিনি বোলপুরে পৌঁছাতে পারেন নি। কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে বোলপুরে রোড শো হয় সেই রোড শো তে অংশগ্রহণ করেছিলেন বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসিত মাল, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা, বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাননীয়া পর্ণা ঘোষ মহাশয়া সহ অন্যান্য বোলপুরে ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও তৃণমূলের নেতা নেতৃবৃন্দ। অনেকেই আশা করে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবকে দেখার জন্য । কিন্তু দেব কে দেখতে না পেয়ে মন খারাপ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

বাম সমর্থনে আইনজীবীদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে বৃহস্পতিবার বিকেলে আইনজীবীরা এক পদযাত্রায় অংশ নেন। হাওড়ার শরৎ সদনের সামনে থেকে কদমতলা পাওয়ার হাউস মোড় পর্যন্ত ওই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট আইনজীবীরা ওই পদযাত্রায় অংশ নেন। পদযাত্রা শেষে এদিন এক সভার আয়োজন করা হয়।

আশরাফুল উলুম মাদ্রাসায় মিশকাত শরীফ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান শহরে এশিয়া মহাদেশের অন্যতম বড় রেলওয়ে ওভারব্রিজের নিচে জামিয়া আশরাফুল উলুম শোলাপুকুর ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বহুবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকে । এই মাদ্রাসা মসজিদ পূর্ব বর্ধমানের অন্যতম দর্শনীয় স্থান । বহু মানুষ এই মাদ্রাসা মসজিদের সৌন্দর্য দেখতে আসেন। এই মাদ্রাসায় মাওলানা ক্লাসের অন্যতম একটি ক্লাস মিশকাত শরীফ উপলক্ষে মাদ্রাসায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী । এই মাদ্রাসায় গোটা কোরআন শরীফ মুখস্ত করার কোর্স হাফেজ কোর্স এই মাদ্রাসায় বহুদিন ধরে চালু আছে । তার সঙ্গে মাওলানা পড়তে গেলে যে ক্লাস গুলো করা দরকার তারা একের পর এক ধাপ চালু করা হচ্ছে। মাওলানা ক্লাস এর অন্যতম একটি ক্লাস মিশকাত শরীফ সেই মিশকাতের ক্লাস আজ থেকে জামিয়া আশরাফুল উলুমে চালু হল। এই মিশকাত ক্লাস চালু উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে মাদ্রাসা কমিটির কর্মকর্তা ,ছাত্র সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। এই মিশকাত শরীফ ক্লাস চালু করতে উপস্থিত হন দারুল উলুম দেওবন্দ এর প্রাক্তন শিক্ষক মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী।

ইউসুফ পাঠানের হয়ে ভোট প্রচার ভাই ইরফান পাঠানের

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আগামী ১৩ ই মে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ। হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। চলছে জোর কদমে ভোটের প্রচার। হেভিওয়েট প্রার্থী অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রখ্যাত ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান, বিজেপির বহরমপুরের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নির্মল কুমার সাহা। আর তিনদিন পরেই ১০ নম্বর বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনে অধীরের বিরুদ্ধে লড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। তাই এবারের প্রচারে শেষ ঝটকা দিতে বেলডাঙ্গা ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে র্যলি করলেন ইউসুফ পাঠানের ছোট ভাই ইরফান পাঠান। দুই তারকা খেলোয়াড়কে দেখতে মানুষের ঢল রাস্তা জুড়ে। সেই সঙ্গে বিরাট বাইক মিছিল মিটিং আজকের প্রচারকে অতিরিক্ত মাত্রা এনে দেয়। প্রচারে মানুষের উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো। র‍্যালি শেষে বেলডাঙ্গার কাজীসায় একটি সভা ও করেন সেখানে জনগণের সামনে ইউসুফ পাঠানো তার ছোট ভাই ইরফান পাঠান বক্তব্য রাখেন এবং জনগণের কাছে ভোটের আরজি জানান।

হাইভোল্টেজ কেন্দ্র এখন হুগলি

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: মোদির আগেই দিদির সভা, লোকসভা ভোটের হাই ভোল্টেজ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে হুগলি, চুঁচুড়া মাঠে তোড়জোড় চলছে ১২ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসার, শুরু হয়েছে স্টেজ বাধার কাজ ও, এরই মাঝে ১১ তারিখে হুগলির ডানলপ মাঠে আসতে চলেছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, একদিকে যেমন তৃণমূল বিজেপির ২ তারকা প্রার্থী হুগলির লক্ষে , অন্যদিকে হুগলি কে কেন্দ্র করে হাই ভোল্টেজ জনসভায় ভরপুর হতে চলেছে আগামী দিনে, ২০১৯ সালে তৃণমূলের কাছ থেকে বিজেপি ছিনিয়ে নিয়েছিল হুগলির কেন্দ্রকে জিতেছিল বিজেপির প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়, এবারের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় থাকলেও তৃণমূলের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় কে করা হয়েছে, লকেটের সমর্থনে যেমন নরেন্দ্র মোদি সভা করতে

আসছেন তেমনি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করতে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্র মারফত খবর ১১ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর সভা ডানলাপে হবার পর ১৪ তারিখে আবার চুঁচুড়া মাঠে সভা হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যদিও ১৪ তারিখের সভার নিশ্চিতকরন কারোর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, তবে তৃণমূলের কর্মীরা চারিদিকের প্রচার শুরু করে দিয়েছেন ১১ তারিখে জানলাতে মমতা ব্যানার্জির সভা তারপরে ১৪ তারিখে আবারো চুঁচুড়া মাঠে সভা, চতুরদিকে হাইভোল্টেজ সবার মাঝে দেখার শুধু একটাই সাধারণ মানুষ কাকে বেছে নেয়।

মহিলা সম্পর্কে শুভেন্দুর মন্তব্যের প্রতিবাদে ইন্দাসে বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গতকাল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পাত্রসায় ব্লকের বালসী জনসভা থেকে রায়পুরের মিছিলে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই সিমলাপালের হেতাগোড়ায় তৃণমূলের একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেই সভা থেকে শুভেন্দুর উদ্দেশ্যে চোর স্লোগান দিতে থাকে তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা, এরপরেই মেজাজ হারিয়ে কনভয় থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
পুলিশকে ধমক দেওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে বিরোধী দলের নেতা বলে অভিযোগ।
এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বৃহস্পতিবার ইন্দাসের সাহসপুড় গ্রাম পঞ্চায়েতের নারানপুর গ্রামে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মন্ডল এর নেতৃত্বে এবং ইন্দাস ব্লক সভাপতি উপস্থিতিতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।
তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মন্ডল এর দাবি ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মহিলাদের কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য তাকে ক্ষমা চাইতে হবে শুভেন্দু অধিকারীকে। তিনি যদি ক্ষমা না চান আগামী দিনে এই ইন্দাস থেকে প্রতিবাদ গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এবং মহিলারা শুভেন্দু অধিকারী কে ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেবে।
বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন যে ভিডিওটা এসেছে সেই ভিডিওটা সত্যতা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী গালাগালি করতে পারে না। তবে পুলিশের কর্তব্য বিরোধী দলনেতাকে প্রটেকশন দিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই কাজ পুলিশ করে না।

বিজেপির 'হুমকি' ও চাপের মুখে ঘর ছাড়া রানাঘাটের নির্দল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: বিজেপির হুমকি এবং চাপের কারণে ঘর ছাড়া,রানাঘাট লোকসভার নির্দল প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন তিনি লড়ছেন এবং লড়ছেন একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সমর্থন নিয়ে। দিন কয়েক আগে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা টুইট করে রানাঘাট লোকসভার নির্দল প্রার্থী জগন্নাথ সরকারকে সমর্থনের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। আর এবার নিজের গোপন আস্তানায় বসে সেই নির্দল প্রার্থী জানালেন,হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে তিনি যুক্ত আছেন কুড়ি বছর।
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবারই প্রথম। একই সঙ্গে তার দাবি বিজেপির প্রার্থী হয়েছে যিনি সেই জগন্নাথ সরকার আদতে হিন্দুত্বের কথা বলে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। বিজেপির জগন্নাথই তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বি বলেও দাবি করেন জগন্নাথ সরকার। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর থেকেই বাড়ির বাইরে কাটাচ্ছেন।
তার কথায় বিজেপি হুমকি এবং নানা চাপের কারণে বাড়ি ছেড়ে থাকতে হচ্ছে তাকে। তবে তার সংগঠনের লোকেরা প্রচারের কাজ চালাচ্ছেন।
শান্তিপুর ব্লকের বাগআঁচড়া পঞ্চায়েতের ঢাকাপাড়ার বাসিন্দা জগন্নাথ সরকার এক জন সব্জির দোকানের কর্মী।রাজনীতির সাতে পাচে না থাকা ৫৮ বছরের সেই লোকটি এবার প্রথম নির্বাচনের ময়দানে। তাও লোকসভার মতো বড় মাঠে। ঘটনাচক্রে রানাঘাটের বিদায় সংসদ তথা বিজেপি প্রার্থীর নামও জগন্নাথ সরকার। তিনিও শান্তিপুর ব্লকেরই বাসিন্দা।
আড়বান্দী ২ পঞ্চায়েতের আরপাড়ায় বাড়ি তার।বিজেপির দাবি মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই তৃণমূল একই নামের অন্য লোককে আসরে নামিয়েছে। রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর জানান, যেকোনো ব্যাক্তি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে উনি ভালোভাবে জানে ভোট পাবে না। ২০১৯ সালে জগন্নাথকে ভোট দেয়নি রানাঘাটের মানুষ জানে বিদায়ের শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে জানান।

আইএসএফ প্রার্থীর প্রচারে নওশাদ সিদ্দিকী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তেহট্ট-কাঁটাবেড়িয়ার ২ নং অঞ্চলের কাটরা মোড়ে প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যম দিয়ে নির্বাচনী প্রচারের ঝড় তুলল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। প্রসঙ্গত,কয়েকদিন আগেই উলুবেড়িয়া লোকসভার আইএসএফ মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক মফিকুল ইসলামের সমর্থনে কর্মীসভার আয়োজন করা হয়েছিল উলুবেড়িয়ার কালীনগরে সেখানে প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করে গিয়েছিলেন ভাঙড় কেন্দ্রের বিধায়ক তথা আইএসএফ চেয়ারম্যান নওসাদ সিদ্দিকী। বৃহস্পতিবার এদিনের এই সভা থেকে বক্তব্য রেখে ভোট প্রার্থনা করেন প্রার্থী অধ্যাপক মফিকুল ইসলাম।সভা থেকেই সিপিএম, কংগ্রেস,বিজেপি-সবাইকে আক্রমণ করেন নওশাদ। ছাড় পায়নি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলও। বিজেপি ও তৃণমূলের চরম ব্যার্থতা কে সামনে রেখেই আমরা এই উলুবেড়িয়ার লোকসভায় জিতব। নওশাদ দলীয় কর্মীদের বুথ স্তরে সংগঠন মজবুত করার নির্দেশ দেন। তিনি কর্মীদের বলেন, 'আপনারা বুথ কমিটি তৈরি করে বাড়ি বাড়ি যান। মানুষের কাছে ভোট চান। অর্থাৎ উলুবেড়িয়ার লোকসভার আসনের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক যে আইএসএফ পাখির চোখ করে তা এদিনের এই সভা থেকেই পরিষ্কার। সভায় আইএসএফ চেয়ারম্যান নওসাদ সিদ্দিকী ও দলের প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএসএফের শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজীব আলি লস্কর, উলুবেড়িয়া লোকসভার আইএসএফ নির্বাচন কমিটির কনভেনর ডাঃ আফতাব মোল্লা প্রমুখ।

পরিযায়ী শ্রমিকের কন্যা ইরামের ইচ্ছা আইপিএস

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বাবা পরিযায়ী শ্রমিক। মা গৃহবধূ। অভাব অনটনের সংসারেও উচ্চ মাধ্যমিকে ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ইরাম ফাতমা। তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংরুয়া গ্রামে। সে তুলসীহাটা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৬১। সে বাংলায় পেয়েছে ৯২,ইংরেজিতে ৮৮,ভূগোলে ৯০,দর্শনে ৯৯ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯২। অভাবের সংসারে অভাবনীয় ফল করায় কার্যত বিশ্বাস করতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা। তবে এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি ইরামের বাবা-মা থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। জানা গিয়েছে,বাবা মহম্মদ মাসুম পেশায় একজন পরিযায়ী শ্রমিক। তিনি দিল্লীতে বাইক হেলমেট কোম্পানিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। বছরে এক দু বার বাড়ি আসেন। তাই পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব ইরামের মায়ের কাঁধে। বলতে গেলে দুস্থ পরিবারের মেয়ে ইরাম। উচ্চ শিক্ষা লাভ করে একজন আইএএস অফিসার হতে চান সে। ইরাম বলেন,'আমার পরিশ্রম সার্থক হল। প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ ঘন্টা করে পড়াশোনা করেছি। স্কুল ও গৃহ শিক্ষকরা আমাকে সবরকমভাবে সাহায্য করেছে। এবং আমি নিজেও ব্যাপক পরিশ্রম করেছিলাম। বই থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা আমাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়াশোনা করেছি। দুই জন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তাম। আগামী দিনে ইউপিএসসি পরীক্ষায় বসার ইচ্ছা রয়েছে আমার। আমি একজন আইপিএস অফিসার হতে চাই। 'মেয়ে এত ভালো ফল করায় মোবাইলে কথা বলতে বলতে খুশিতে কেঁদে ফেলেন ইরামের বাবা মাসুম। অশ্রু ভেজা চোখে তিনি বলেন, খুব খুশি হয়েছি।

তিন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মুর্শিদাবাদের তিনজন পরিযায়ী শ্রমিক নিহত হলেন। সংসার চালানোর জন্য মা বাবা ছেলে মেয়ের মুখে দুবেলা দুমুঠো খাবার তুলে দেওয়ার জন্য পাড়ি দিয়েছিল ভিন রাজ্য উত্তর প্রদেশে কাজ করতে গিয়েছিলেন। কাজ করে ক্যাম্পে ফেরার সময় রাস্তায় ডাম্পারের সাথে দুর্ঘটনায় তিনজন শ্রমিক নিহত হন। নিহত খবর আসতেই পরিবারের আত্মীয়-স্বজন বাবা-মা পাড়া-প্রতিবেশী ভাই বোন সবাই শোকাহত এই ঘটনায়।নিহত শ্রমিকদের নাম হাসান শেখ ,রাহুল শেখ, কাইফ শেখ। আনুমানিক তাদের বয়স ২৩-২৪ বছর। বাড়ি রানীতলা থানার খড়িবোনা চাঁদপুর গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান খড়িবুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বর্ণালী বিবি।

মূক ও বধির যমজের কৃতিত্ব উচ্চমাধ্যমিকে

সানাউল্লা মোল্লা ● নলহাটি

আপনজন: যমজ দুই বোন মুখ ও বধির। নলহাটি ২ নং ব্লকের বারা লোহাপুর চারুবালা গার্লস স্কুলের ছাত্রী।উচ্চ মাধ্যমিকে তাদের কৃতিত্বের জন্য গর্ব বোধ করছেন এলাকার মানুষজন।তাদের একই দিনে যেমন জন্ম। তারা দেখতেও ঠিক একই রকম। নামের মিলও ঠিক তাই।একজনের নাম রুমি খাতুন অপর জনের নাম সুমি খাতুন। তাদের বাড়ির কাছের লোক ছাড়া বাইরের কোন লোক আন্দাজই করতে পারবেন না। কোনটা রুমি আর কোনটা সুমি। উচ্চ মাধ্যমিকে তাদের শুধু কৃতিত্বই নই। ভালো নম্বর নিয়ে এলাকায় দৃষ্টান্ত রাখলো মুখ ও বধির যমজ দুই বোন। রুমি খাতুনের প্রাপ্ত নাম্বার ৩৮২ একই ভাবে সুমি খাতুনের প্রাপ্ত নাম্বার ৩৯৮ । বুধবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা হওয়ার পর তারা তাদের ফলাফল অনলাইনে জানতে পারে। সে কথা এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই তাদের শুভেচ্ছা জানাতে আসেন, নলহাটি ২ নং ব্লক তৃণমূলের মহিলা সভা নেত্রী তথা পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ চন্দ্রানী দত্ত। সেখানে তাদের হাতে মিষ্টি এবং উপহার সামগ্রী তুলে দিয়ে উৎসাহিত করেন।

ঘুমের মধ্যে সাপের কামড়ে মৃত্যু মহিলার

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত জঙ্গলপাড়া ডিপা রুইদাস পাড়া গ্রামের এক মহিলার বৃহস্পতিবার ভোর চারটা নাগাদ সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়। ৪৯ বছর বয়সি অঞ্জলি রুইদাস রুইদাসের দুটি ছেলে রয়েছে। প্রসঙ্গত অঞ্জলি রুইদাস ঘুমিয়ে ছিলেন ভোর চারটে নাগাদ সাপে কামড়ে বুঝতে পেরে সাথে সাথে উঠে স্বামীকে ডাকেন তৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ অঞ্জলি কে নিয়ে আইয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেন মারা গেছে। চন্ডীতলা থানার সূত্রে জানা গেছে অঞ্জলীর বডিকে পোস্টমর্টেমএপাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য মৃত অঞ্জলীর স্বামী শান্ত রুইদাস জানালেন তার দুটি ছেলে রয়েছে অত্যান্ত মর্মান্তিক এ ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না।

মাছ বিক্রেতার মেয়ে পিয়ালির দারুণ ফল

জে এ সেখ ● জামালপুর

আপনজন: মেধাকে কখনো দমিয়ে রাখা যায় না প্রমাণ করে দিল পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের বেত্রাগড় গ্রামের বাসিন্দা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পিয়ালী পাত্র। সদ্য প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্টে সেলিমাবাদ হাই স্কুল থেকে সে ৫০০ র মধ্যে ৪৫৩ পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বাবা পেশায় মাছ বিক্রেতা। এলাকায় ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি করেন। আর্থিক দৈন্যতা কে সঙ্গী করে কঠোর অধ্যাবসায় এই বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তাক লাগানো ফল করলো পিয়ালী পাত্র। তার এই ফলাফলে খুশির জোয়ার এলাকায়। পাড়ার লোক বাড়িতে ভিড় করছেন তাকে শুভেচ্ছা জানাতে।
পিয়ালির স্বপ্ন ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হওয়ার। তার বাবা প্রভাষ পাত্র জানান, আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাছ বিক্রি করে সংসার চালাই। মেয়েকে উচ্চ শিক্ষা দিতে পারবো কিনা জানি না। কেউ সাহায্যে যদি আমার মেয়ের শিক্ষার সাহায্যে এগিয়ে আসেন তাহলে খুবই উপকৃত হব।

ফাজিলের দুই কৃতী সংবর্ধিত ভাঙড়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: চলতি মাসে ফাজিল(উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল) পরীক্ষা ২০২৪-এ রাজ্যের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের সহিদুল ইসলাম সাপুই এবং মোস্তাফিজুর রহমান। মঙ্গলবার তাঁদের সংবর্ধনা প্রদান করে ভাঙড়ের কাঁঠালিয়ার মাদ্রাসায়ে মাসুমিয়া।
উল্লেখ্য মাদ্রাসায়ে মাসুমিয়ায় থেকে পড়াশোনা করেছেন সহিদুল ও মোস্তাফিজুর। মাদ্রাসাটি অসরকারী হওয়ায় তারা সরকারি মাদ্রাসা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় বসেন।
মাদ্রাসায়ে মাসুমিয়ার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আলি জহুর মোজাদ্দেদী জানান, চলতি বছরে ফাজিল পরীক্ষায় আমাদের দুই ছাত্র রাজ্য স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছে। এহেন সাফল্যে আমরা গর্ববোধ করছি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উচ্চ মাধ্যমিকে অষ্টমকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম স্থান ও রাজ্যের অষ্টম স্থান অধিকারী কৌশিক ঘোষ কে সম্বর্ধনা জানালো পি এস ইউ মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি।
পিএসইউ জেলা সম্পাদক রুবেল সেখ কৌশিক ঘোষকে আগামী জীবনের শুভেচ্ছা ,অভিনন্দন জানিয়ে নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজে প্রতিদিন যেভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে তার বিরুদ্ধে সুন্দর সমাজ গঠনে তোমাদের মত ভালো ছাত্রদের এগিয়ে আসতে হবে।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিএসইউ নেতা হেকমত মন্ডল ও জেলা নেতৃত্ব।

প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে ভাল ফল পায়েলের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কোনও বাধাই নয়! মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও প্রমাণ করল পায়েল। জন্ম থেকেই শারীরিক সমস্যা থাকলেও উচ্চমাধ্যমিকেও নজরকাড়া ফল করেছে পায়েল পাল।উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়া এলাকার বাসিন্দা পায়েল বিশেষভাবে সক্ষম। কোমর থেকে নিচের অংশেই মূল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে পায়েলের। বাদামাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ছাত্রীপ্রায় ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা নিয়েই এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৬০ নম্বর পেয়েছে। ভূগোল নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করতে চায় পায়েল। ভবিষ্যতে ব্যাংকে চাকরি করতে চায় সে। তবে তার বাবা-মা এই সাফল্যে খুশি হলেও উচ্চশিক্ষা ব্যয়ভার কিভাবে বহন করবেন এবং কলেজে যাতায়াত নিয়েও বেশ চিন্তায় রয়েছেন।এ বিষয়ে পায়েলের বাবা জানান, 'সেলাইয়ের কাজের পাশাপাশি কৃষি কাজ করি। মেয়ের এই ফলাফলে আমি খুব খুশি। আগামীতে উচ্চশিক্ষায় সরকারি সাহায্য পেলে ভালো হয়।'

কালা বাবার উরস শুরু

আপনজন: বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত কাষ্ঠগড়া গ্রামে শুরু হল কালা পীরের উরস।

গঙ্গাবক্ষে রবীন্দ্র স্মরণ

আপনজন: অভিনব উদ্যোগ। বাবুঘাটে গঙ্গাবক্ষে কবি গুরু স্মরণ গানে কবিতায়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পাড়ে উপস্থিত ছিলেন বহু মানুষ। অংশগ্রহণে ছিলেন ঝর্না ভট্টাচার্য, মহুয়া চৌধুরী, মহুয়া ব্যানার্জি, তিতলি চ্যাটার্জি প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের সম্পাদক ফিরোজ হোসেন।

গাজার আল-শিফা হাসপাতালে তৃতীয় গণকবরের সন্ধান

সারে-জমিন

ইউসুফ পাঠানের হয়ে ভোটপ্রচার ভাই ইরফানের

রূপসী বাংলা

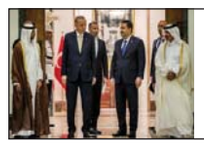

মধ্যপ্রাচ্য মুঠোয় রাখতে ইরাকে খুঁটি গাড়ছেন এরদোগান

সম্পাদকীয়

পরিযায়ী শ্রমিকের কন্যা ইরামের ইচ্ছা আইপিএস

রূপসী বাংলা

আইপিএলে হায়দরাবাদের ছক্কার নয়া রেকর্ড সৃষ্টি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১০ মে, ২০২৪
২৭ বৈশাখ ১৪৩১
৩০ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 126 ■ Daily APONZONE ■ 10 May 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মেয়েদের সম্মান নষ্টের মূলে বিজেপি: অভিষেক

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ ও তার জনগণের ভাবমূর্তি নষ্ট করার ষড়যন্ত্রের জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার গেরুয়া শিবিরের নিন্দা করেছেন।

বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে ভার্চুয়াল ভাষণে অভিষেক সন্দেশখালির ভিডিও ক্লিপের উল্লেখ না করে জোর দিয়ে বলেন, গত সপ্তাহের ঘটনাবলি রাজ্য এবং তার জনগণের লজ্জা ও অসম্মান করার ষড়যন্ত্রকারীদের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছে।

অভিষেক বিজেপির কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে বলেন, কীভাবে তারা তিন মাস ধরে সন্দেশখালি সম্পর্কে মিথ্যা আখ্যান প্রচার করেছে, তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য গ্রামবাসীদের অর্থের প্রস্তাব দিয়েছে এবং রাজ্যের মানুষকে অপমান করেছে। বাংলার মানুষ ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেবে বলেও জোর দেন তিনি।

তিনি বলেন, বিজেপির আসল রঙ দেখুন। তিন মাস ধরে তারা সন্দেশখালি নিয়ে মিথ্যা আখ্যান তৈরি করে রাজ্যের মানুষকে ছোট করেছে, এলাকার আমাদের দল ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য একজন গ্রাম্য মহিলাকে ২০০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বাংলার মা-বোনেদের বদনাম করেছে। তিনি সেই ভিডিও ক্লিপের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে এক বিজেপি নেতা দাবি করেছিলে সন্দেশখালিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তোলার জন্য মহিলাদের অর্থ দেওয়া হয়েছিল। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী এর আগে অভিযোগ করেছিলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নদীমাতৃক অঞ্চলের মহিলাদের উপর অত্যাচারের শত শত আসল অভিযোগ থেকে নজর ঘোরাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভুয়ো ভিডিওটি সাজিয়েছেন।

গেরুয়া শিবির তিন বছর ধরে গ্রামীণ গরিবদের জন্য ১০০ দিনের কাজের জন্য বরাদ্দ তহবিল আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ করে অভিষেক বলেন, এটা বিজেপির বাংলা বিরোধী চরিত্রেরই প্রতিফলন।

‘ইন্ডিয়া’ জোট ক্ষমতায় এলে আগস্টে ৩০ লক্ষ শূন্য পদ পূরণ: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বৃহস্পতিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ইন্ডিয়া জোট নির্বাচিত হলে নতুন সরকার ১৫ আগস্টের মধ্যে ৩০ লক্ষ শূন্য পদ পূরণ শুরু করবে। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার গত ১০ বছরে আদানি গোষ্ঠীকে বন্দর, বিমানবন্দর এবং প্রতিরক্ষা চুক্তির মতো বেশ কয়েকটি অবকাঠামো প্রকল্প দিয়েছে, যেখানে দেশের যুব সম্প্রদায় এবং সরকারি শূন্যপদ উভয়ই হ্রাস পেয়েছে।

তেলেঙ্গানায় এক নির্বাচনী জনসভায় ওয়েনাডের সাংসদ আদানিকে দেওয়া চুক্তি নিয়ে অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রশ্ন করেন, রাহুল গান্ধি কেন তাঁর ভাষণে আদানি ও আম্বানির নাম উল্লেখ করছেন না। মেদক লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী জনসভায় মোদীকে আক্রমণ করে রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেন, মোদী চান ভারতের সমস্ত নীতি ২২-২৫ জনের উপকারে আসুক। নরেন্দ্র মোদিজি আদানির মতো মানুষের জন্য কাজ করেছেন। ১০ বছর ধরে নরেন্দ্র মোদিজি দেশের বিমানবন্দর, বন্দর, পরিকাঠামো, প্রতিরক্ষা শিল্প এবং সমস্ত কিছু আদানিকে দিয়েছেন। নোট বাতিলের ত্রুটি ও ত্রুটিপূর্ণ জিএসটি চালু করেও মোদী কোটি কোটি যুবককে বেকার করে দিয়েছেন, যা সাধারণ মানুষকে দরিদ্র করেছে এবং আদানির মতো মানুষকে সমৃদ্ধ করেছে। ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ইন্ডিয়া জোট সরকার গঠন করবে বলে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে রাহুল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে নতুন সরকার ১৫ আগস্টের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩০ লক্ষ শূন্যপদ পূরণ শুরু করবে। রাহুল গান্ধি এক্স-এ পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেশের যুবসমাজের কাছে আশা না হারাতে, ভারত ও তার জনগণের আসল সমস্যাগুলি তাদের চোখে রাখতে এবং প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আবেদন জানান। রাহুল গান্ধি আরও অভিযোগ করেন যে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি খাতের সংস্থাগুলিকে উপকৃত করার জন্য বেশ কয়েকটি সরকারী মালিকানাধীন পিএসইউ (পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং) বেসরকারিকরণ করেছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘু ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণের সুবিধা নিশ্চিত করেছেন যা তাদের প্রতিনিধিত্ব ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা উচিত ছিল। কংগ্রেস নেতা বলেন, বিজেপি সংরক্ষণ বাতিল করতে চায়, আর কংগ্রেস ৫০ শতাংশের বেশি বাড়াতে চায়।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের মন্তব্য

বিবাহিত মুসলিমের লিভ ইন সম্পর্ক ইসলাম বিরোধী

আপনজন ডেস্ক: এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ জানিয়েছে, স্ত্রী থাকলে লিভ-ইন রিলেশনশিপে মুসলিমরা অধিকার দাবি করতে পারেন না। বিচারপতি এ আর মাসুদি এবং বিচারপতি এ কে শ্রীবাস্তব-১-এর বেঞ্চ স্নেহা দেবী এবং মহম্মদ শাদাব খানের একটি রিট পিটিশনের শুনানি করার সময় এই পর্যবেক্ষণ দিয়েছে, যারা মহিলার বাবা-মা খানের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা দায়ের করার পরে পুলিশি পদক্ষেপ থেকে সুরক্ষা চেয়েছিলেন এবং স্নেহা দেবীকে নিরাপত্তার অধীনে তার বাবা-মায়ের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।আবেদনকারীরা দাবি করেন যে তারা লিভ-ইন সম্পর্কে ছিলেন, তবে মহিলার বাবা-মা খানের বিরুদ্ধে অপহরণ ও তাকে বিয়ে করার জন্য প্ররোচিত করার অভিযোগ এনে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তারা তাদের জীবন ও স্বাধীনতার সুরক্ষাও চেয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন তারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং শীর্ষ আদালতের মতে তারা লিভ-ইন সম্পর্কে একসাথে বসবাসের জন্য স্বাধীন। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্টের বেঞ্চ বলে, ‘ইসলামি রীতি অনুযায়ী বিয়ের

সময় লিভ-ইন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি নেই। জীবন ও স্বাধীনতার সুরক্ষা ইস্যুতে কোনও আদেশ দিতে অস্বীকার করে বেঞ্চ বলেছে, যদি দু’জন ব্যক্তি অবিবাহিত হন এবং যে পক্ষগুলি বড় হয় তারা তাদের নিজস্ব উপায়ে জীবনযাপন করতে পছন্দ করে তবে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে। তদন্তে বেঞ্চ জানতে পারে, ২০২০ সালে ফরিদা খাতুনের সঙ্গে বিয়ে হয় ইমরান খানের। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল যে বিবাহের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নৈতিকতা এবং সামাজিক নৈতিকতার ভারসাম্য থাকা দরকার, যা ব্যর্থ হলে সমাজে শান্তি ও প্রশান্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামাজিক সংহতি ম্লান হয়ে যাবে এবং অদৃশ্য হয়ে যাবে। আবেদনকারী স্নেহা দেবীকে নিরাপত্তার সঙ্গে তার বাবা-মায়ের কাছে পাঠানোর নির্দেশও দিয়েছে আদালত। এই দম্পতি ২১ নং অনুচ্ছেদের (জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষা) অধীনে সুরক্ষা চেয়েছিলেন, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল, সাংবিধানিক নৈতিকতা এই দম্পতিকে উদ্ধার করতে পারে এবং যুগ যুগ ধরে প্রথা ও প্রথার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নৈতিকতা সাংবিধানিক নৈতিকতার পথ তৈরি করতে পারে এবং ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে সুরক্ষা এই কারণটি রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে। তবে আমাদের সামনে কেসটি ভিন্ন। বেঞ্চ বলেছে, ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক সুরক্ষা এই জাতীয় অধিকারকে সমর্থন দেবে না, যদি ধর্মীয় বিধানে এই জাতীয় সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে।

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

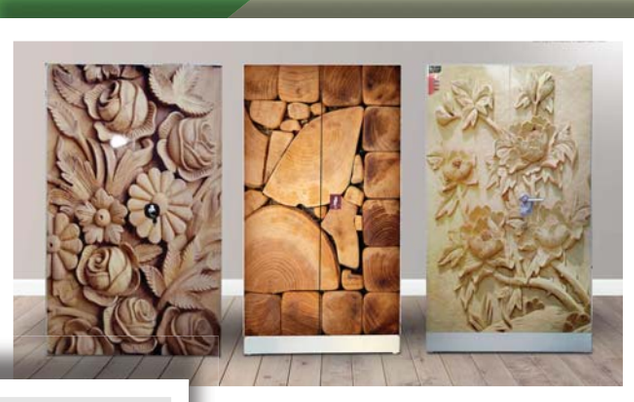

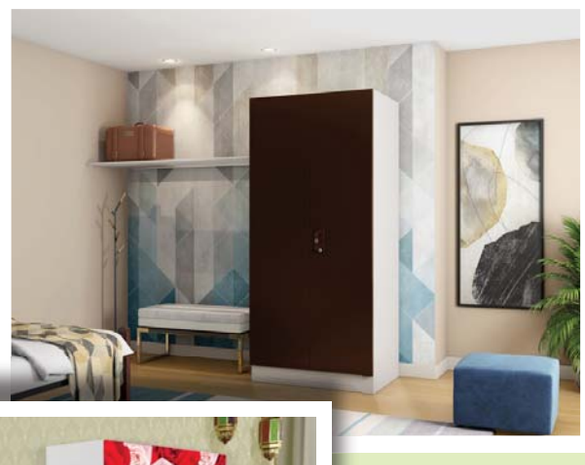

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০

Since 2011

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

AMA BARUIPUR JOGI BATTALA AL-AMEEN FOUNDATION

আল-আমীন ফাউন্ডেশন
একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
পরিচালনায় : জি ডি মনিটরিং কমিটি

জনাব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান
বোর্ড অফ ট্রাস্টি

আসন সীমিত

বালক ও বালিকা বিভাগ
২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে
একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলছে
মাধ্যমিকের মার্কশিট নিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করুন

মাধ্যমিক ২০২৪-এ আমাদের সাফল্য

আফিক আরিফ মণ্ডল
প্রাপ্ত নম্বর - 650

ফিরোজ মোল্লা
প্রাপ্ত নম্বর - 633

তামীম হোসেন হালদার
প্রাপ্ত নম্বর - 632

৫ জন ৯০ শতাংশের উর্ধ্বে

১৭ জন স্টার মার্কস-সহ ৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

ডে স্কলার ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যবস্থা আছে
স্বনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা ক্লাস করানো হয়

দ্বাদশ শ্রেণি থেকে নিটের প্রস্তুতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আছে

EDUCARE FOUNDATION
(A Unit of Al-Ameen Foundation)
ADMISSION OPEN ENROLL NOW
WBCS Coaching

রেজিস্টার্ড অফিস: আল-আমীন ফাউন্ডেশন, যোগীবটতলা, বারুইপুর-৭০০১৪৪
8910851687/8145013557/9831620059
Email- amfbaruipur@gmail.com

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১২৬ সংখ্যা, ২৭ বৈশাখ ১৪৩১, ৩০ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

অনিয়মই নিয়ম

‘আমার এ ঘর বহু যতন করে/ ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।’ ইহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের দুইটি লাইন। মানুষের যখন ঘর থাকে তখন সেই ঘরে দিনে দিনে ধুলোময়লাও পড়ে। এখন কোনো গৃহকর্তা যদি অনেক দিন পর তাহার চতুষ্পার্শ্বের কোনায় কোনায় খোঁজখবর লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, যেইখানে তিনি হাত দিতেছেন সেইখানেই সমস্যা। সেই যে প্রবাদ রহিয়াছে–সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা? চারিদিকে কেবল সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা। সমস্যা নিরসনে সুবেহ সাদেকে উঠিয়া গৃহকর্তা যদি আবর্জনার পরিমাপ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এক পর্যায়ে তাহার মাথা মরুতপ্ত উষ্ণ দিনের মতো ক্রমশ গরম হইতে হইবে। ঊর্ধ্বমুখে চড়িতে থাকিবে পারদ। তাহার পর, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন–এই তপ্ত মাথায় কোনো সমাধান তো আসিবেই না, বরং সমস্যার স্তূপে চাপা পড়িয়া তাহার ব্রেইন স্ট্রোক হইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ হঠাত্ রাগিয়া এমনই অস্থির হইয়া পড়েন যেন পারিলে তিনি পৃথিবীটাকেই ওলটপালট করিয়া দিবেন। মাথা গরমে কাহার ক্ষতি হয় বলা মুশকিল, তবে যিনি রাগেন, ক্ষতিটা তাহারই সবচাইতে বেশি হয়। সুতরাং মাথা ঠান্ডা রাখিবার কোনো বিকল্প নাই। কারণ, সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়–পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া।

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতলযুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। অথচ যেই সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহা করিতে মহান সৃষ্টিকর্তা নিষেধ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হইয়াছে–‘পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না।’ (সুরা-২ আল-বাকারা, আয়াত : ১১)। মানুষ তো এই বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। মানুষকে মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করা যায়। আবার বিশ্বপ্রকৃতির মাধ্যমেও চেনা যায় মানুষের প্রকৃতি। আমরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে পুরা বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইব–যে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ন্যূনতম দুইটি পক্ষের অস্তিত্ব থাকে। উজান হইতে জলস্রোত ভাটির দিকে গড়াইয়া পড়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বন্দ্বে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার হেরফের ঘটে। উষ্ণ বায়ু হালকা হইয়া ধাবিত হয় তুলনামূলক শীতল বায়ুর দিকে। তাহার সহিত জলীয়বাষ্প যুক্ত হইয়া সৃষ্টি হয় ঝড়ের। ঝড় শেষে ঠান্ডা হয় প্রকৃতি। উষ্ণতাও চলিয়া যায়, ঝড়ও থামিয়া যায়।

এই জগত্ এক সমস্যাসংকুল জায়গা। এইখানে পথে-পথে পদে-পদে বিপদ-আপদ ঝামেলা-জটিলতা ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। ঘরে ও বাহিরে–সকল ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। এই জন্য যখন কেহ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন তখন তাহাতে শপথ লইতে হয় যে, তিনি কোনো কাজ ‘রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া’ করিবেন না। সুতরাং আমাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো কাজে ‘রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইবার কোনো অবকাশ নাই। যদিও অনেকে ইহা স্মরণে রাখেন না। যাহারা রাখেন না, ইহা তাহাদের সমস্যা। নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো পদে আসীন থাকিবার যোগ্যতা থাকে না। তবে যেইখানে আগাছা অধিক, সেইখানে অনিয়মই নিয়ম হইয়া যায়। আর তাহাতেই যত অনিষ্ট ঘটে। তাহারই সিলসিলা আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখিতে পাই। এই অবস্থায় আরো অধিক মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। কারণ, প্রথমেই বলা হইয়াছে–সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে।

মধ্যপ্রাচ্য মুঠোয় রাখতে ইরাকে খুঁটি গাড়ছেন এরদোগান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তুরস্ক সেই ধরনের কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। তুরস্কের এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হতে পারে ইরাক এবং সে কারণেই তুরস্ক ইরাকের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। এমনকি এ লক্ষ্যে তুরস্ক ইরাকের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের বিষয়েও উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। লিখেছেন **বিলগে ডুমান..**

গত মাসে ইরাকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের ‘ঐতিহাসিক’ সফর থেকে মনে হচ্ছে, তুরস্ক তার পররাষ্ট্রনীতিতে নতুন একটি ধারণা যুক্ত করেছে। সেই ধারণা অনুযায়ী আঙ্কারা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর জোর দিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর দিকে হাঁটছে।

এই ধারণার দুটি স্তম্ভ রয়েছে। একটি হলো অর্থনীতিভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি; অন্যটি হলো আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা। আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে নানা দিক থেকে পারস্পরিক নির্ভরতা সৃষ্টি করে তুরস্ক আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, তুরস্ক মধ্যপ্রাচ্যে তার আঞ্চলিক নীতি পরিচালনার জন্য একটি রূপরেখা নিয়ে এগোচ্ছে। হয়তো সে কারণেই ইরাকের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ানোর আগেই এরদোগান মিসর, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের দরজায় কড়া নেড়েছেন। আসলে মধ্যপ্রাচ্য এখন অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে এবং সেখানে একটি নতুন ইতিবাচক প্রবাহের প্রয়োজন। সিরিয়া যুদ্ধে একের পর এক মোড় পরিবর্তন, লিবিয়া ও পূর্ব ভূমধ্যসাগর এলাকায় তুরস্কের উপস্থিতি নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত–এর সবগুলোই তুরস্ককে তার পররাষ্ট্রনীতিতে সংকট ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করেছে।

এই সংকটগুলোর এখনো মীমাংসা হয়নি; তবে এগুলো মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আছে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত এবং ইরান-ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের ত্রিভুজ বিরোধ নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে তুরস্ক তার প্রভাবকে প্রয়োজনীয় করে তুলতে পেরেছে। এ ছাড়া নাগোর্নো-কারাবাখ সংঘাতের সময় আজারবাইজানের পক্ষ নিয়ে তুরস্ক যে সুবিধা কুড়িয়ে নিতে পেয়েছিল, সেটি আঞ্চলিক স্তরে আঙ্কারার হাতকে শক্তিশালী করেছে।

এখনো তুরস্ক ও ইরানের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত আছে এবং এই দুই শক্তির রশি-টানাটানির মূল জায়গার একটি হলো ইরাক, আরেকটি হলো সিরিয়া। এসব কারণে আঞ্চলিক ইস্যুতে আলোচনা করতে তুরস্ক অনেক আগে থেকে ইরান, সিরিয়া এবং রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে আসছে এবং এখন সে ইরাকের দিকে ঝুঁকছে।

ইরাকে, বিশেষ করে ২০১৯ সালের সরকারবিরোধী বিক্ষোভের পর থেকে সেখানে ইরানি প্রভাবের প্রতি জনগণের বিতৃষ্ণার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। সেখানকার জনগণ ইরানের প্রভাবকে আর ভালোভাবে নিচ্ছে না।

২০২০ সালে বাগদাদে ইরানি কমান্ডার কাশেম সোলাইমানি মার্কিন হামলায় নিহত হওয়ার পর থেকে ইরাকে ইরানের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারপরও শুধু ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে আঙ্কারা এই অঞ্চলের ইস্যুগুলো থেকে তেহরানকে বাদ দিতে চাইছে না। বরং তুরস্ক চায় ইরান এই অঞ্চলে তার ভূমিকা ধরে রাখুক, তবে নিয়ন্ত্রিত পরিসরে। তুরস্ক মনে করে, ইরানকে আঞ্চলিক ইস্যুগুলো থেকে যত সরিয়ে দেওয়া হবে, তেহরান তত বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সে ধরনের পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণাকে এগিয়ে নেওয়া কঠিন থেকে কঠিনতর হবে।

ইরাকের ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব একটি অর্থনৈতিক ও সেবাভিত্তিক সরকারি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কিছুটা শক্তিশালী হতে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী সুদানি যখন তাঁর সরকারি কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, তখন সেই তালিকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

সুদানির নেতৃত্বাধীন ইরাক এখন রাজনীতির চেয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং টেকসই উন্নয়ন নিয়ে বেশি কথা বলছে। এটিকে ইরাকি জনগণ এবং রাজনীতিবিদেরা ব্যাপকভাবে স্বাগত জানাচ্ছেন। বিশেষ করে ২০২১ সালের নির্বাচনের পর থেকে প্রতিবেশী ও আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে ইরাক সরকারের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বাড়ানোর চেষ্টাকে তাঁরা ভালোভাবে গ্রহণ করেছেন।

ঐতিহাসিকভাবেই ইরানের মধ্যপ্রাচ্য নীতি পরিচালনার মূল ঘাঁটি হলো ইরাক এবং তেহরান সেই ঘাঁটিকে কোনো অবস্থায় পুরোপুরি হাতছাড়া করতে চায় না। তবে সেখানে ইরানের অবস্থান এখন বেশ নড়বড়ে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা আগে ইরাকে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের কমান্ডারদের যেভাবে দেখতাম, এখন সেভাবে দেখতে পাই না। উপরন্তু ইরাকি মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো ইরাকের অভ্যন্তরের চেয়ে ইরাকের বাইরে বেশি তৎপরতা চালাতে পছন্দ করছে বলে মনে হচ্ছে। এতে বোঝা যায়, ইরান ইরাকে তার তৎপরতা কমিয়ে দিচ্ছে।

এটি তুরস্ককে ইরাকের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে চমৎকার একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। কারণ, তুরস্ক ইরাক ইস্যুতে ইরানকে সম্পূর্ণরূপে বাদ না দিয়ে একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থা বজায় রেখে কাজ করতে পারছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তুরস্ক সেই ধরনের কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। তুরস্কের এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হতে পারে ইরাক এবং সে কারণেই তুরস্ক ইরাকের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। এমনকি এ লক্ষ্যে তুরস্ক ইরাকের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের বিষয়েও উদ্যোগী হয়ে উঠেছে।

বিলগে ডুমান তুরস্কের অ্যাবান্ট ইজেট বেসাল ইউনিভার্সিটির একজন ডক্টরাল গবেষক মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

আপন কণ্ঠ

প্রয়াত সঙ্গীতদা

চলে গেলেন সকলের মায়া কাটিয়ে আমাদের প্রিয় বন্ধু সংগীত হালদার।

প্যানক্রিয়াটাইটিসের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন মাস দেড়েক আগে অ্যাপোলো হাসপাতালে। সুস্থও হয়ে উঠছিলেন বেশ। কিন্তু হঠাৎ করে স্বাস্থ্যের অবনতি হয়, দিন দশেক ধরে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। প্রায় কাউকে চিনতে পারছিলেন না। তারপর ...এই সংবাদ। মঙ্গলবার রাত আটটা কুড়ি মিনিটে সকলের ভালোবাসা ছিন্ন করে চলে গেলেন পরপারের পথে।

এই তো সেদিনের কথা। দিনটা ছিল মঙ্গলবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২৪। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে মিলিত হয়েছিলাম আমরা। অনুসন্ধান কলকাতা আয়োজিত শিক্ষকদের এক সভায়। সেদিনের ভাষণ তাঁর জীবনের শেষ বক্তৃতা হবে, সেকথা কে জানত! উত্তরবঙ্গসহ বেশ কিছু জায়গায় সেমিনারে এবং ক্লাস নিতে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেছিলেন সেদিন তিনি। বেস আন-নূর মডেল স্কুলের অনুষ্ঠানে হঠাৎ কিছু কাজ এসে যাওয়ায় যেতে পারেননি। বলেছিলেন, এর পরের কোনো অনুষ্ঠানে অবশ্যই যাবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না...। জীববিদ্যার একজন খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন তিনি, বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা এবং নিয়মিত লিখতেন বিভিন্ন সংবাদপত্রের পড়াশোনা বিভাগে। জেলা থেকে রাজ্যের প্রান্তে, এমনকি রাজ্যের বাইরেও বিভিন্ন প্রান্তরে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বলা হতো, দৌড়ে চলে যেতেন তিনি। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে অতিথি শিক্ষক হিসেবে বছরের পর বছর কাজ করেছেন। আল-আমিন মিশনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ছিল তাঁর গাঁটছাড়া বন্ধন। আল-আমিন মিশনের দিলদার হোসেন বলছিলেন, আমাদের পরিবারের একজন পাকাপাকি সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আক্ষেপ ঝরে পড়ে তাঁর গলায়, এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন তিনি, আমরা তাঁর সুদূরপ্রসারী আকাঙ্ক্ষাকে পুরো করতে পারলাম কই! দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিশু বিকাশ একাডেমির সমাজ ও শিক্ষামূলক নানা প্রকল্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় ৫০ বছরের, বলা যায় তাঁর শিক্ষক পিতার হাত ধরে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে তিনি যেতেন সেখানে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে। সে কথা সাশ্রু নয়নে আজ স্মরণ করছেন আবুল কাশেম মুন্সী সহ সেখানকার সকলে। কলেজ স্ট্রিটের একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের পথ চলা শুরুও তাঁর হাত ধরে। শিক্ষা জগতের বহু গন্যমান্য ব্যক্তিত্ব তাঁর এই আকস্মিক চলে যাওয়ায় বিহ্বল। মাত্র কয়েক মাস আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার মেলিয়া রায়চরণ বিদ্যাপীঠ থেকে সহকারি শিক্ষক হিসেবে অবসর নিয়ে ভাবছিলেন নানান কাজের কথা। সব কিছুই অপূর্ণ রেখে চলে যেতে হল তাঁকে।এই অকস্মাৎ চলে যাওয়াটাকে মেনে নিতে পারছেন না কেউই। বিভিন্ন রকম সামাজিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। বলতেন, এটা আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এসব কাজে তাঁর পদচারণা ছিল বহু বিস্তৃত। আমানত ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানে, সদভাবনা যাত্রার আহ্বানে যোগ দিয়েছেন তিনি কতবার! খুব সাদাসিদে খোলা মনের পরোপকারী মানুষ ছিলেন তিনি, রাখতেন না কোনোরকম ভেদ-ভাবনা। জাত-পাত, উঁচু-নিচু এই সমস্ত বৈষম্য কখনো স্থান পায়নি তাঁর মনে। একবার ‘কলম’ পত্রিকা কিনতে গেলে বহুদিনের পরিচিত দোকানদার তাঁকে বলেন, আমি তো আপনাকে জানতাম না, ‘আপনি মুসলমান’! এই কথাটা তাঁকে বহুদিন ভাবিয়েছিল। দোষ দিতেন না কাউকে, বলতেন এই ‘অপশিক্ষা’ আমরা কী করে অর্জন করেছি, এর উৎস কোথায়!

রমজান মাসে একবার ইফতারে নিমন্ত্রণ করলে, তিনি বলেন, আমি তো রোজা করিনি।

পরকালে মুক্তির ব্যাপারেও তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল এবং সে কথাতে বিশ্বাসও রাখতেন তিনি।

তাঁর সংস্পর্শে একবার এসেছেন অথচ মনে দাগ কাটতে পারেননি, এরকম খুব কম জন পাওয়া যাবে। প্রাণবন্ত এই মানুষটির অভাবে আমরা আজ বাক্যহারা.... শুধুমাত্র কন্যা ও স্ত্রী নন, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী আজ প্রকৃত অর্থে হল অভিভাবকহারা।

বেশ মনে আছে সংগীতদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন বছর ১২-১৩ আগে বর্তমানে ‘আপনজন’ পত্রিকার সম্পাদক জাইদুল ভাই, তখন তিনি কলম পত্রিকার নানা ঝড়-ঝাপ্টা সামলাচ্ছেন।

নায়ীমুল হক

হজযাত্রীদের আতঙ্কিত হতে নেই

মেহরাজ উদ্দিন চৌধুরী

হজ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিমদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সমুহের মধ্যে অন্যতম। তবে সকল মুসলিমদের জন্য নয়। ঈমান, নামাজ, রোজা এ তিনটি সকল মুসলমানকে পালন করতেই হয়। যদি কেউ এগুলো অস্বীকার করে এবং পালন করেনা তবে সে মুসলিম নয়। আলী, উদ্দিন, হোসেন বা এরকম নাম থাকতে পারে, পৃথিবীর কোন দেশের ভোটার লিস্টে হয়তো মুসলিম বলে চিহ্নিত হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে মুসলিম বলে স্বীকৃত নয়। এ তিনটি কর্মের সাথে আরো দুটি কর্ম বিত্তবান মুসলিমকে আদায় করতে হয়। এ দুটি হলো প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিজের ধন সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে জাকাত আদায় করা এবং জীবনে একবার হজব্রত পালন করা। বারবার হজে যাওয়া পুন্যের কাজ হলেও অবশ্য কর্তব্য নয়। এক্ষেত্রে হজে না গিয়ে সমাজে অসহায়, দরিদ্র ও নিঃস্বদের সাহায্য সহযোগিতা করা অধিকতর উত্তম বলে অনেক ইসলামিক স্কলার মত প্রকাশ করেছেন।

হজ আরবি শব্দ যার আভিধানিক অর্থ হলো কাউকে দেখা করার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করা, উদ্দেশ্য স্থির করা বা মনস্থ করা। তবে প্রচলিত অর্থ হলো মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে মক্কায় অবস্থিত বয়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর কা'বা প্রদক্ষিণ করা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানসমুহ জিয়ারত ও নির্দিষ্ট কর্মসূচি পালন করাকে হজ বলে। এই হজব্রত পালনের জন্য প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য নরনারী আরবের মক্কায় সমবেত হয়ে থাকেন। এপ্রসঙ্গে আলকুরআনের সুরা হজ্জ এর ২৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর মানুষের মাঝে হজ ঘোষণা করে দাও, ওরা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও ধাবমান উঠের পিঠে চড়ে, ওরা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে'। হ্যাঁ, সেই ইব্রাহিম ইসমাইল আলাইহিমাস সালাম এর সময় থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে মুসলিমরা হজে সমবেত হয়ে আসছেন। আমাদের ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্য থেকে প্রতিবছর অসংখ্য ধর্মপ্রাণ সামর্থ্যবান মুসলিমরা হজ আদায় করার জন্য মক্কায় গমন করে থাকেন। এজন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে হজ কমিটি অব ইন্ডিয়া পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এই কমিটি আবার রাজ্য সরকারের মাধ্যমে প্রাদেশিকস্তরে কমিটি গঠন করে হজযাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকে।

আগেকার দিনে হজযাত্রা সহজ ছিল না। বহু কষ্ট করে পায়ে হেঁটে,নৌকায় চড়ে, ঘোড়া বা উঠে চড়ে মানুষ হজে যেত। ভারতবরসে ব্রিটিশের আগে মোগল যুগে তথা তারও পূর্বে এদেশের হজযাত্রীরা পায়ে হেঁটে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে বর্তমান পাকিস্তান আফগানিস্তানের বিপদসঙ্কুল পাহাড়ি এলাকার মধ্য দিয়ে ইরান, ইরাক, ওমান হয়ে আরবে পৌঁছতেন। সে সময় হজযাত্রীদের পয়হে কত বাঁধাবিঘ্ন, কত বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যাত্রাকালে কেউ বিপদে পড়ে মারা গিয়েছে, কেউ ডাকাতের কবলে পড়ে যথাসর্বস্ব খুইয়েছে, আবার কাউকে কোন পাষাণহৃদয় আটক করে মজদুর হিসাবে খাটিয়ে ছয় মাস নয় মাস বা বছরের পর মুক্তি দিয়েছে। এরকম অসংখ্য হৃদয়বিদারক কাহিনী নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনা কর হয়েছে। বাংলাভাষায়ও এমন অনেক গল্প কাহিনী রয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের

জোয়ারে সেসব আজ কল্প কাহিনীতে পরিনত হয়েছে। জীবনযাত্রার সব ক্ষেত্রে আজ পরিবর্তনের হাওয়া প্রতিফলিত। হজজাত্রাও তার ব্যতিক্রম নয়। আগে যেখানে হজযাত্রীদের সব দেনাপাওনা, হিসাবপত্র শেষ করে প্রায় চিরবিদায়ের মত যাত্রা করতে হত আজ আর সেরূপ মনে হয়না। বিমানে করে হজযাত্রীদের সহজ ও নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয় হজ কমিটি যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করে থাকে। এছাড়া প্রাইভেট এজেন্সিগুলো ত রয়েছে। তথাপিও হজযাত্রীদের মনে একটি আতঙ্ক থাকতে পারে। যতই হোকনা কেন নিরাপদ যাত্রা, আসলে তো আল্লাহর আহ্বানে হজের মত একটি গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্মের জন্য আপনজন ছেড়ে বাড়িঘর ছেড়ে দূরে যেতে হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে আশা, আকাঙ্ক্ষা আর সঙ্কল্প।

আসলে হজযাত্রা একটি ব্যয়সাপেক্ষ ও শ্রমসাপেক্ষ কর্ম। ভ্রমণের সময় নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে এজন্য আতঙ্কিত বা ভীত হতে নেই। আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে ধৈর্য ও সংযমের সাথে কাজ করলে আশা তা সহজ সরল ও আনন্দদায়ক হতে পারে। অবশ্য এযাত্রা পথে ভ্রমণের ছোটখাটো বিষয়গুলো মানিয়ে চলআ বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষ করে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে নিজের ব্যাগসমূহের ওপরে নাম, কভার নম্বর, সম্পূর্ণ ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর, টেলিফোন নম্বর প্রভৃতি বড় বড় করে লিখে নিতে হয়। ফলে জিনিষপত্র হারানোর সম্ভাবনা থাকেনা। হারিয়ে গেলেও তা সহজে পাওয়া যেতে পারে। বিমান বন্দরে এসব ব্যাগ বুকিং করার পর লাগেজ ট্যাগ সযত্নে টিকিটের সঙ্গে হ্যান্ড ব্যাগে রাখা প্রয়োজন। সৌদি রিয়ালগুলোও হিসেব করে নিজের হেফাজতে রাখতে হয়। রিয়াল হারিয়ে গেলে যে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে তা হজযাত্রীদের মনে রাখতে হবে। যাত্রাকালে অযথা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে নিজের লাগেজ বড় ও ভারী করা উচিত নয়। ছুরি, কাঁচি, ব্লেড, দা, নেল কাটার প্রভৃতি বাড়ি থেকে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সময় মত সৌদি আরবে এসব সামগ্রী কিনতে পাওয়া যায়। বড় ট্রাঙ্ক বা ষ্টীলের বাক্স নিয়ে বহনযোগ্যতা কষ্টকর করার কোন মানে হয়না।

বিমানে ওঠার সময় জলের বোতল বা খাবার সামগ্রী নেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বিমানে এসব সামগ্রী প্রত্যেক যাত্রিকে যথেষ্ট পরিমাণে বিতরন করা হয়। না পাইলেও সবর ও ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বিমানে ইউরোপীয় মডেলের শৌচালয় ও প্রস্রাবখানা রয়েছে। তৈ সতর্কতার সাথে প্রস্রাব পায়খানা করতে হয়। নতুবা শরীর অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিমানে জল ব্যবহারও সতর্কতার সাথে করতে হয়। বিমান বন্দরে অবতরণের পর নিরাপত্তাকর্মী কর্তৃক দ্রব্যসামগ্রী পরীক্ষা করার পর নিজের নাম ঠিকানা দেখে তা গ্রহণ করতে হয়। অন্যের সামগ্রী ভুলবশত এসে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা সমঝে দিতে হয়। বিমান বন্দরে সারিবদ্ধভাবে বিমান থেকে নেমে নিজের পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র চেক করাতে হয় এবং চেক করার পর তা খুবই সতর্কতার সাথে হাতব্যাগে রাখতে হয়। মক্কা মদিনায় অবস্থানকালে অপরিচিত ব্যক্তি থেকে সাবধান ও হুঁশিয়ার থাকতে হয়। নতুবা প্রলোভনে পড়ে প্রতারিত হতে পারেন। মুল্যবান সামগ্রী বা অতিরিক্ত টাকা হেফাজতে রাখা বাঞ্ছনীয়। কোন স্থানে হারিয়ে গেলে ভীত বা আতঙ্কিত হতে নেই। মুয়াল্লিম প্রদত্ত কার্ড বা হজ কমিটি প্রদত্ত বালা বা বেল্ট বা ভারতীয় হজ মিশন বললেই নিরাপত্তা কর্মীরা আপনাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে। সৌদি আরবে রাস্তা অতিক্রমকালে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কোথাও পড়ে থাকা কোন সামগ্রীতে হাত দেওয়া বা উঠিয়ে নেওয়া সৌদি আরবে দণ্ডনীয় অপরাধ। অনুরূপভাবে সেখানে ধূমপান নিষিদ্ধ, ধরা পড়লে শাস্তি হবে। নিজের থাকার স্থান, গৃহ নম্বর মনে রাখা দরকার। সাম্প্রতিক এক নির্দেশিকায় মক্কা, মদিনা ও জেদ্দা ছাড়া হজ ভিসা নিয়ে সৌদি আরবের অন্যত্র ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তার শাস্তিরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দেশে ফেরার সময় অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রী আনা উচিত নয়। সর্বোপরি হজ হচ্ছে মহান আল্লাহর এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ এবাদত। তাই সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে নিজের হজকে হজ্জে মাকবুল ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য একাগ্রচিত্তে ও কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়, সেই সাথে নিজের ও নিজদেশের সকল মানবগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও প্রগতি কামনা এবারের হজযাত্রীদের কাছে প্রাধান্য হোক।

প্রথম নজর

অনুমতি ছাড়া হজ করলে মোটা অঙ্কের জরিমানা ও জেল

আপনজন ডেস্ক: অবৈধ উপায়ে হজ পালন রোধে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে সৌদি আরব। এ বছর অনুমতি ছাড়া হজ করলে বা হজবিষয়ক নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে ১০ হাজার সৌদি রিয়াল জরিমানা ধার্য করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

আরব নিউজের খবরে বলা হয়, সৌদি আরবের নাগরিক, বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের কেউ মক্কার পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদের আশপাশের এলাকা, হজের স্থান, আল-রুসাইফা এলাকার হারামাইন স্টেশনসহ বিভিন্ন এলাকায় নির্ধারিত সময়ে হজবিষয়ক নির্দেশনা লঙ্ঘন করে ধরা পড়লে ১০ হাজার সৌদি রিয়াল জরিমানা করা হবে।

সৌদি বার্তা সংস্থা জানায়, আগামী ২-২০ জুন হজ মৌসুমে নির্দেশনা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এ জরিমানা প্রযোজ্য হবে। এ সময়ে নিয়ম লঙ্ঘনকারী বাসিন্দাদের তাদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সৌদি আরবে পুনরায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে। তা ছাড়া এ নির্দেশনা বারবার লঙ্ঘন করলে পুনরায় ১০ হাজার সৌদি রিয়াল জরিমানা করা হবে।

সৌদি বার্তা সংস্থা আরো জানায়, আর বিনা অনুমতিতে হজ করে হজবিষয়ক নির্দেশনা লঙ্ঘনকারীদের পরিবহন করে ধরা পড়লে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার সৌদি রিয়াল (১৪ লাখ ৬৩ হাজার ৯৭২ টাকা) জরিমানা করা হবে এবং ব্যবহৃত গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তা ছাড়া পরিবহন করা মানুষের সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জরিমানার পরিমাণ আরো বাড়বে। আর নির্দেশনা লঙ্ঘনকারী প্রবাসী হলে সাজাভোগের পর তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে।

ভিসা নিয়ে আরও ৩ দেশকে সুসংবাদ দিল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: ভ্রমণইচ্ছুকদের জন্য গত বছরের ডিসেম্বরে ই-ভিসা পদ্ধতি চালু করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব। ধাপে ধাপে বিভিন্ন দেশকে ই-ভিসার অন্তর্ভুক্ত করে দেশটির কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশিদের জন্য সৌদির এই ডিজিটাল ভিসা চালু হয় চলতি মাসের শুরুতে।

আর এরই ধারাবাহিকতায় এবার আরো ৩টি দেশকে ই-ভিসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব।

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ জানিয়েছে, ক্যারিবীয় অঞ্চলের ৩ দেশ বার্বাডোজ, বাহামাস ও গ্রেনাডাকে ই-ভিসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ।

এর আগে ৬৩ টি দেশকে ই-ভিসা সুবিধার আওতায় এনেছিল সৌদি আরব। ই-ভিসা সুবিধার আওতায় থাকা দেশগুলোর নাগরিকরা অনলাইনে সহজেই সৌদি আরবের ভিসার জন্য আবেদন করতে এবং সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর বিমানবন্দর বা সমুদ্রবন্দরের মতো প্রবেশপথগুলো থেকেই এই ভিসাসংক্রান্ত সব সুবিধা নিতে পারেন।

নতুন এই সুবিধা চালুর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলোর

বাসিন্দাদের জন্য সৌদি আরবের পর্যটক ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া, উপসাগরীয় জোট গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলভুক্ত দেশগুলোর নাগরিকরাও এই ই-ভিসা সেবা নিতে পারবেন। এই ভিসার আওতায় জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর বাসিন্দারা সৌদি আরবে পর্যটন, ওমরাহ, বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎসহ বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুবিধা পেয়ে আসছেন।

এর বাইরে, সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান পরিবহন সংস্থা সৌদিয়া এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইনসের যাত্রীদের জন্য ট্রানজিট ভিসাও চালু করেছে সৌদি আরব সরকার। এই ক্ষণকালীন ভিসার সাহায্যে এই সংস্থা ২টির যাত্রীরা চাইলে সৌদি আরবে ৯৬ ঘণ্টার যাত্রাবিরতি করতে পারবেন।

এর আগে, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে সৌদি আরবের পর্যটন মন্ত্রণালয় ভ্রমণ ভিসা চালু করে।

শিক্ষার্থীদের যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়েছে ইউরোপে, গ্রেফতার ৩০০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ যুক্তরাষ্ট্রের পর ইউরোপেও বড় আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। গত মঙ্গলবার ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নতুন করে বিক্ষোভরত প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়া ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ড। ইউরোপের বাইরে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, মেক্সিকো, লেবানন, ইরাকের মতো আরো বেশকিছু দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে মার্কিন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ইউরোপের অন্তত এক ডজন দেশে এই বিক্ষোভ চলছে। যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের তাঁবু গুঁড়িয়ে দিচ্ছে পুলিশ। শেষ মঙ্গলবার জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁবু গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দেড় শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছড়িয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের এই বিক্ষোভ দমনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে বাইডেন প্রশাসন।

দেশটিতে এরই মধ্যে আড়াই হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। এদিকে বিক্ষোভ দমনে মরিয়া হলেও গাজায় আগ্রাসন বন্ধে ইসরায়েলকে কার্যকর চাপ না দেওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ এবং ইসরায়েলের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবিতে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিক্ষোভ শুরু হয়।

ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সমর্থনেরও অবসান চান শিক্ষার্থীরা। পরে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

স্বপ্নের শহর বানাতে বাধা, প্রয়োজনে বুকে গুলি চালিয়ে হত্যার নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের নির্দেশে দেশটিতে অত্যাধুনিক শহর 'নিওম' তৈরির কাজ চলছে। তবে ইসরায়েলসহ বিভিন্ন পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই শহর নির্মাণ করতে গিয়ে স্থানীয়দের বাঁধার মুখে পড়েছে কর্তৃপক্ষ। সেই বাধা দূর করতে এবং শহরের পরিধি বাড়াতে প্রয়োজনে তাদের গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ।

দেশটির গোয়েন্দা বাহিনীর সাবেক এক কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে এ তথ্য জানিয়েছেন। কর্নেল রাবিহ অ্যালেনেজি বলেন, উপসাগরীয় অঞ্চলে নিওম শহরকে নিয়ে যেতে বাঁধা প্রদানকারী উপজাতি ওই গোষ্ঠীকে উচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া হয়। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করায় তাদের একজনকে গুলি করে হত্যাও করা হয়। তবে সৌদি কর্তৃপক্ষ এবং নিওম শহরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

তেল-ভিত্তিক সৌদি আরবের অর্থনীতিকে পরিবর্তনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে এই নিওম শহর নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে রিয়াদ। বিশালবহুল এই প্রজেক্ট নির্মিত হলে সেখানে কোনো গাড়ি থাকবে না। এই শহরটি লম্বায় ১০৬ মাইল বা ১৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে এবং চওড়া হবে ২০০ মিটার বা ৫৬৫ ফুট। ২০৩০ সালের মধ্যে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। এরই মধ্যে ২.৪ কিলোমিটার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই শহর নির্মাণে বিশ্বের বড় বড় সব কোম্পানি বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের অনেক প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে। নিওম শহরকে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মাদ বিন সালমান 'ব্লাঙ্ক ক্যানভাস' বলে মন্তব্য করেছেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সৌদি সরকার ৬ হাজার কর্মী নিয়োগ করেছেন। তবে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক মানবাধিকার গ্রুপ 'এএলকিউএসটি' বলছে সংখ্যা আরও বেশি হবে।

স্যাটেলাইটের ছবি বিশ্লেষন করে বিবিসি বলছে, এ শহর নির্মাণে সৌদি কর্তৃপক্ষ তিনটি শহর গুঁড়িয়ে দিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে- আল খুরাবাহ, শর্মা এবং গায়াল। এসব অঞ্চলের বাড়িঘর, হাসপাতাল এবং স্কুল নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। কর্নেল অ্যালেনেজি গত বছর থেকেই যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। আল খুরাবহ অঞ্চলে সারে চার কিলোমিটার জমি অধিগ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওই গ্রামে হুয়াইতাত উপজাতিদের বসবাস। তারা বংশ পরম্পরায় তাবুক অঞ্চলে বসবাস করে আসছে।

তিনি বলেন, ২০২০ সালের এপ্রিলে তারা জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পরে তাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাদের বাড়িঘর ভেঙে ওই জমি অধিগ্রহণ করা হয়। হুয়াইতাত উপজাতি গোষ্ঠীর সদস্য আব্দুল রহমান জমি রেজিস্ট্রি কমিটিকে তার জমি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর একদিন পরই সৌদি কর্তৃপক্ষ তাকে গুলি করে হত্যা করে। পরে তার জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অনেক আগে তিনি সৌদি কর্তৃপক্ষ বিরুদ্ধে জোর করে জমি অধিগ্রহণের অভিযোগ এনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক ভিডিও শেয়ার করেন।

সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে ওই সময়ে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, আল হুয়াইতি উপজাতি গোষ্ঠী নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পরে তারা নিরাপত্তার স্বার্থে পাল্টা গুলি করে। কিন্তু মানবাধিকার সংস্থা ও জাতিসংঘ বলছে জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাকে হত্যা করা হয়েছে।

আমস্টারডামে গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদ সমাবেশে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভকারীদের ব্যারিকেডগুলো সরিয়ে নিতে গেলে ডাচ দাঙ্গা পুলিশ ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার থেকে সেখানে এই উত্তেজনা শুরু হয়েছে।

পুলিশ মধ্যরাতে (২২০০ জিএমটি) বলেছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ডাচ রাজধানীর কেন্দ্রে একটি প্রধান সড়কে 'সহিংসতার' জন্য ৩২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

স্থানীয় টেলিভিশনের ছবিতে দেখা গেছে, অফিসাররা আমস্টারডাম শহরের কেন্দ্রে বিন্নেনগাস্তইস ভবনের সামনের একটি এলাকা থেকে ব্যারিকেট সরিয়ে নেয়ার সময় দাঙ্গার পোশাক পরা কয়েক ডজন পুলিশ বিক্ষোভকারীদের একটি দলের সাথে হাতাহাতি করছে।

পুলিশ বলেছে, বিক্ষোভকারীরা রোকিন নামক স্থানীয় একটি প্রধান রাস্তা অবরোধ করায় সেখানে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীরা বলেছে,তারা আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়কে (ইউভিএ) গাজা যুদ্ধের জন্য ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানাচ্ছে এবং তারা মার্কিন ক্যাম্পাসে চলমান বিক্ষোভে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

মধ্যরাতের একটু আগে আমস্টারডাম পুলিশ এক্স-এ বলেছে, পরিস্থিতি 'শান্ত' এবং বেশিরভাগ বিক্ষোভকারী এলাকা ছেড়ে গেছে।

তারা আগে বলেছিল, আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি বিঘ্নিত করা এবং সম্পত্তি ধ্বংস করার অভিযোগ আনার পরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে মেয়রের অনুমোদন পেয়েছে।

স্থানীয় এপি৫ চ্যানেলের ছবিতে দেখা গেছে, পুলিশ বেশ অনেক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করছে, যাদের সংখ্যা কয়েক শ' ছিল।

চিত্রগুলোতে দেখা গেছে, ব্যারিকেডগুলোকে একটি লোডার ট্রাক ঠেলে একটি খালে ফেলে দেয়ার সময় পুলিশ ক্যাম্পাসে থাকা বিক্ষোভকারীদের একটি ছোট এবং সোচ্চার দলকে ঘিরে রেখেছে।

বিক্ষোভকারীরা 'মুক্ত ফিলিস্তিন' লেখা প্ল্যাকার্ড নেড়েছিল এবং পুলিশকে 'শ্যাম অন ইউ' বলে চিৎকার করে।

গাজার আল-শিফা হাসপাতালে তৃতীয় গণকবরের সন্ধান

আপনজন ডেস্ক: গাজায় প্রতিদিনই নিরীহ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে ইসরায়েলি বাহিনী। অবরুদ্ধ এই উপত্যকার এমন কোনো স্থান বাকি নেই যেখানে ইসরায়েল হামলা চালায়নি। ইসরায়েলি বর্বর এই হামলা নিরলসভাবে চলছে এবং এরই মধ্যে গাজার আল-শিফা হাসপাতালে মিলেছে তৃতীয় গণকবরের সন্ধান। এই গণকবর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৯ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস এক বিবৃতিতে বলেছে, এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৯ জনের লাশ গণকবর থেকে উত্তোলন করা হয়েছে এবং আরও লাশের খোঁজে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা এখনো চলছে। গাজার মিডিয়া অফিস আরো জানিয়েছে, গাজার আল-শিফা হাসপাতালে তিনটি গণকবর, দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালে তিনটি এবং উত্তর গাজার কামেল আদওয়ান হাসপাতালে একটি গণকবর পাওয়া গেছে। এই সাতটি গণকবর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৫২০টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

এমন অবস্থায় ফিলিস্তিনি এই ভূখণ্ডটিতে ইসরায়েলের মারাত্মক আক্রমণ বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে হামাস।

গোষ্ঠীটি এক বিবৃতিতে বলেছে, নতুন গণকবরের আবিষ্কার 'আমাদের জনগণ এবং চিকিৎসাখাতের বিরুদ্ধে অপরাধী দখলদার সেনাবাহিনীর বর্বরতার নতুন প্রমাণ'। হামাস জানিয়েছে, (ইসরায়েলি) দখলদারিত্ব তাদের নির্মূল ও বাস্তুচ্যুতির পরিকল্পনা অর্জনের জন্য (গাজায়) মানুষের জীবনের ভিত্তি ধ্বংস করতে চায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মার্কিন বোমায় মারা গেছেন ফিলিস্তিনিরা, অনুতপ্ত বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলকে বোমা দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই বোমা গাজায় ব্যবহার করেছে ইসরায়েল। বিষয়টি নিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অনুতপ্ত। সিএনএনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ওই বোমার আঘাতে এবং অন্যভাবে গাজায় ফিলিস্তিনি বেসামরিক মানুষ মারা গেছেন। বাইডেন বলেছেন, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র দায়বদ্ধ। তাই তারা আয়রন ডোম রকেট ইন্টারসেপটার দেবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র একটা বিভাজনরেখাও তৈরি করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ইসরায়েল যদি রাফায় আক্রমণ করে, তাহলে আমেরিকা তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেবে না।

যুক্তরাষ্ট্র এর আগে বারবার ইসরায়েলকে বলেছে, তারা যেন দক্ষিণ গাজার শহর রাফায় আক্রমণ না করে।

চলতি সপ্তাহের প্রথম দিকে ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা রাফায় সামরিক অভিযানের অনুমতি দিয়েছে, যা এখন ১২ লাখ ফিলিস্তিনির আশ্রয়স্থল।

ইসরায়েলি সেনারা রাফার পূর্ব দিকে হামাসের টার্গেটে আঘাত করতে চায়। সেজন্য তারা হাজার হাজার মানুষকে জায়গা খালি করে চলে যেতে বলেছে।

এদিকে, রাফায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে লড়াইয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬ ফিলিস্তিনি বেসামরিক মানুষ মারা গেছেন বলে স্থানীয় কুয়েত হাসপাতাল জানিয়েছে। মৃতদের মধ্যে শিশুও আছে।

ইসরায়েলের বিমান হামলায় তাদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও তারা মারা যায় বলে কুয়েত হাসপাতাল জানিয়েছে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, লড়াই শুরুর পর থেকে ৩৪ হাজার ৮৪৪ জন মারা গেছেন। তবে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য দফতর মৃতের যে সংখ্যা দেয়, তার মধ্যে কতজন বেসামরিক সাধারণ মানুষ ও কতজন সন্ত্রাসী তা আলাদা করা হয় না। এটা বাইরের কোনো সংগঠনের পক্ষে স্বাধীনভাবে যাচাই করাও সম্ভব হয় না। তবে স্বাস্থ্য দফতরের দাবি, মোট মৃতের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ শিশু। ইসরায়েলের বিমান হামলায় তাদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও তারা মারা যায় বলে কুয়েত হাসপাতাল জানিয়েছে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, লড়াই শুরুর পর থেকে ৩৪,৮৪৪ জন মারা গেছেন। মোট মৃতের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ শিশু।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১২ মি.

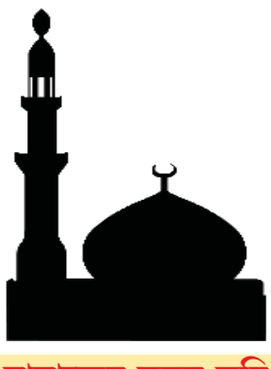

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩১	৪.৫৮
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.১২	
এশা	৭.২৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

ফিজির সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: ক্ষমতা ব্যবহার করে নামকরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির তদন্ত বন্ধ করে দেওয়ার অপরাধে ফিজির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ফ্রাঙ্ক বাইনিমারামার এক বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি ক্ষমতায় ছিলেন।

বৃহস্পতিবার তার সাজা ঘোষণা ঘিরে সুভা শহরের আদালতের বাইরে সমর্থকরা জড়ো হন।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সেলসি টেমো রায় ঘোষণা করেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফ্লোরিডায় বিমানবাহিনীর কৃষ্ণাঙ্গ কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে মার্কিন বিমানবাহিনীর এক কৃষ্ণাঙ্গ কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ। বুধবার নিহত ঐ কর্মকর্তার পরিবারের একজন আইনজীবী এ তথ্য জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পুলিশ অপরিচিত একটি নম্বর থেকে বারবার ফোন পেয়ে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের একটি অ্যাপার্টমেন্টে যায়। তবে ভুলে তারা ঐ কৃষ্ণাঙ্গ কর্মকর্তার ইউনিটে ঢুকে পড়ে আর তার হাতে একটি বন্দুক দেখতে পায়। এরপরই তারা ঐ বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। নিহত বিমানবাহিনীর কর্মকর্তার নাম রজার ফোর্টসন। ২৩ বছর বয়সী ফোর্টসন হার্লবার্ট ফিল্ডের বিশেষ অপারেশন শাখায় ছিলেন। শুক্রবার যখন তাকে গুলি করা হয় তখন তিনি ফোর্ট ওয়ালটন বিচে তার অফ-বেস অ্যাপার্টমেন্টে ছিলেন।

এক বিবৃতিতে নাগরিক অধিকার বিষয়ক আইনজীবী বেন ক্রাম্প বলেছেন, মার্কিন পুলিশ যখন ফোর্টসনকে হত্যা করে তখন তিনি এক নারীর সঙ্গে ভিডিওকলে কথা বলছিলেন।

ঐ নারী বলেন, ফোর্টসন যখন তার দরজায় ঠকঠক শব্দ শুনতে পান তখন তিনি অ্যাপার্টমেন্টে একা ছিলেন। তিনি জানতে চান বাইরে কে? কিন্তু কোনো সাড়া পাননি।

পাকিস্তানে বন্দুক হামলা, ৭ সেলুন কর্মী নিহত

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানে বন্দুক হামলায় সাতজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো একজন। বুধবার (৮ মে) দিনগত রাতে বেলুচিস্তানের গোয়াদার জেলার সুরবন্দরে এ ঘটনা ঘটে। হতাহতরা সবাই স্থানীয় একটি সেলুনের কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে। সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে স্থানীয় আবাসিক কোয়ার্টারে প্রবেশ করে হামলা চালান বন্দুকধারীরা। সেসময় হতাহত ব্যক্তিরা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। গোয়াদারের জ্যেষ্ঠ পুলিশ সুপার (এসএসপি) জোহাইব মহসিন বলেছেন, নিহতরা গোয়াদার থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে সুরবন্দরে একটি সেলুনে কাজ করতেন। নিহতদের সবাই পাঞ্জাবের খানেওয়াল ও লোধরান জেলার বাসিন্দা।

অন্যদিকে, আহত ব্যক্তি খানেওয়ালের মিয়া চান্নু এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনার পর পুলিশ হতাহতদের গোয়াদার হাসপাতালে স্থানান্তর করে। এসএসপি মহসিন জানান, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছেন ও তদন্ত চলছে। হামলাকারীদের খুঁজে বের করতে এরই মধ্যে অভিযান শুরু হয়েছে। গোয়াদারের জেলা প্রশাসক (ডিসি) হামুদুর রহমান জানিয়েছেন, চারটি অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহগুলো পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি নিয়ে ইসরায়েলকে আর ছাড় দেবে না হামাস

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলকে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা নিয়ে সমঝোতায় আর কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস।

সম্প্রতি মিশরের দেওয়া যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার পর ইসরায়েল তা না মানায় এই ঘোষণা দিল হামাস। মিশরের কায়রোয় যুদ্ধবিরতি আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

গাজার সর্বদক্ষিণের শহর রাফায় বুধবারও ট্যাংক থেকে গোলা নিক্ষেপ ও বিমান হামলা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। সেই সঙ্গে হুমকি দিয়েছে বড় ধরনের অভিযান শুরু করার।

আগের দিন মঙ্গলবার মিশরের সঙ্গে রাফার সীমান্ত ক্রসিং থেকে শহরটিতে প্রবেশ করে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে গাজায় বাইরে থেকে ত্রাণ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ পথটি বন্ধ হয়ে যায়। ইসরায়েলি হামলায় আহত ফিলিস্তিনিদের বাইরে পাঠানোর একমাত্র পথও এটি।

কাতারে হামাসের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সদস্য ইজ্জাত এল-রেশিক বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, তারা গত সোমবার গ্রহণ করা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বাইরে যাবেন না।

প্রস্তাবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গাজায় জিম্মি ইসরায়েলিদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মুক্তি ও ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা আছে।

লেভারকুসেন-রূপকথা থেকে ডর্টমুন্ড-চমক: আন্ডারডগদের উত্থানের মৌসুম

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলে এলিট ক্লাস বা অভিজাত শ্রেণি খুবই পরিচিত একটি শব্দবন্ধ। একটি দলের চেয়ে অন্য দলের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতেই সাধারণত ব্যবহার করা হয় এটি। অর্থ, সাফল্য, শক্তি, তারকাখ্যাতি কিংবা মেধাতে এগিয়ে থেকেই এলিট পদবি অর্জন করে ক্লাবগুলো। সংবাদমাধ্যম, বিশ্লেষক এবং ভক্ত-সমর্থকেরাই অলক্ষ্যে বসে ঠিক করে কারা এলিট আর কারা নয়। অন্য সব ক্ষেত্রের মতো আধুনিক ফুটবলও ব্যাপকভাবে অর্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারকা খেলোয়াড়দের কিনে এনে চটজলদি সাফল্য পেতেই উদ্‌গ্রীব ক্লাবগুলো। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোডলারের ছোঁয়ায় প্রায় দুই দশক ধরে ফুটবলীয় অর্থনীতি আরও বেশি ফুলেফেঁপে উঠেছে। এমনকি একজন খেলোয়াড়ের জন্য ২০-২২ কোটি ইউরো খরচ করতেও বাধছে না ক্লাবগুলোর। এ পরিস্থিতিতে তথাকথিত ছোট দল বা আন্ডারডগরা আরও বেশি প্রান্তিকে নির্বাসিত হয়েছে এবং ফুটবলের নিজস্ব যে জাদু, তা-ও হারিয়ে গেছে। এরপরও কোনো কোনো দল আকস্মিকভাবে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যায়। প্রমাণ করার চেষ্টা করে মাঠের বাইরে যতই অসমতা থাকুক, মাঠে শেষ পর্যন্ত ১১ জনের বিপক্ষে ১১ জনকেই খেলতে হয়।
মাঠের বাইরের কোনো কিছুই তাই সাফল্যের শেষ কথা নয়। আর এটিই মূলত ফুটবলের আসল শক্তি। যে শক্তিতে এ মৌসুমে জেগে উঠেছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, লেভারকুসেন, জিরোনা এবং অ্যাস্টন ভিলার মতো দলগুলো। যারা দেখিয়েছে ফুটবলে অর্থ বা তারকাখ্যাতিই শেষ কথা নয়। অদম্য ইচ্ছা ও জেতার ক্ষুধাই সব বৈষম্য ও অসমতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লিখতে পারে রূপকথার নতুন কোনো গল্প। গত মৌসুমে বুন্দেসলিগা শিরোপা পুনরুদ্ধারের দ্বারপ্রান্তে ছিল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। কিন্তু শেষ দিনের নাটকীয়তায় অবিশ্বাস্যভাবে শিরোপা নাগাল হারিয়ে ফেলে তারা। সেই বেদনাই হয়তো আরও শক্তিশালী করে তুলেছে দলটিকে। তবে এবার ঘরোয়া লিগে নয়, ডর্টমুন্ড সাফল্যের রূপরেখা সাজিয়েছে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চকে ঘিরে। ১১ বছর পর আবার নিশ্চিত করেছে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালের টিকিট।
আন্ডারডগ হলেও ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে ডর্টমুন্ড কিন্তু একেবারে আগন্তুক নয়। ১৯৯৭ সালে শিরোপা জেতা দলটি সর্বশেষ ২০১৩ সালে ফাইনালও খেলেছিল। অল-জার্মান ফাইনালে সেবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হার মানতে হয় তাদের। এরপর থেকে ইউরোপে শুধু হতাশাই সঙ্গী হয়েছে তাদের। এবারও বাজির দরে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার সবচেয়ে কম সম্ভাবনাময় দলগুলোর একটি ছিল ডর্টমুন্ড। এমনকি যে আট দল কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পেয়েছিল, তাদের মধ্যে সম্ভাবনার দিক থেকে ৬ নম্বরে ছিল জার্মানির ক্লাবটি। আর সেমিফাইনালের তিন এলিটের ভিড়ে বহিরাগত হিসেবেই দেখা হচ্ছিল ডর্টমুন্ডকে। কিন্তু পিএসজির বিপক্ষে সেমিফাইনালের দুই লেগে পাশার দান উল্টে দিয়েছে তারা। কিলিয়ান এমবাপ্পেদের বিপক্ষে দাপুটে খেলে জিতেছে দুই লেগেই। আর এখন তাদের সামনে কেবল একটি বাধা। ফাইনালের সেই বাধা টপকালেই ২৭ বছর পর ফের ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের ট্রফি ঘরে তুলবে তারা। মৌসুমের শুরুতে ডর্টমুন্ডের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল খেলার কথা হয়তো তাদের অন্ধভক্তরাও ভাবেনি। দলবদলে ক্লাবের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় জুড বেলিংহামকে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে বিক্রি করে বড় ধাক্কা খায় তারা। বেলিংহামের কোনো বিকল্পও আনতে পারেনি তারা।

আইপিএলে হায়দরাবাদের ছক্কার নয়া রেকর্ড সৃষ্টি

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটিং কৌশল খুব সোজাসাপটা। ওপেনার থেকে শুরু করে লোয়ার অর্ডার, কেউ-ই খুব বেশি ভাবেন না। বল দেখেন, ব্যাট চালান এবং এভাবেই তাঁরা সফল। গতকাল লক্ষ্ণৌর তোলা ৪ উইকেটে ১৬৫ রান তো হায়দরাবাদ টপকে গেছে ১০ উইকেট আর ১০.২ ওভার হাতে রেখে দিয়ে। যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১০ ওভারের মধ্যে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড। কাল রান তাড়ার পথে আইপিএলে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ডও গড়েছে হায়দরাবাদ। লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে হায়দরাবাদের দুই ওপেনার মিলে ছক্কা মেরেছেন ১৪টি। ২৮ বলে ৭৫ রানের ইনিংসের পথে অভিষেক শর্মার ছক্কা ৬টি। ৩০ বলে ৮৯ রানে অপরাজিত থাকা ট্রাভিস হেডের ছক্কা ৮টি। দুই ওপেনারের ১৪ ছক্কায় এই মৌসুমে হায়দরাবাদের ছক্কার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪৬টিতে। যা আইপিএলে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ। এর আগে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড ছিল চেন্নাই সুপার কিংসের। ২০১৮ সালে চেন্নাই ছক্কা মেরেছিল ১৪৫টি। পরের মৌসুমেই এই রেকর্ড ভাঙার কাছে চলে গিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০১৯ সালে কলকাতার ছক্কা ছিল ১৪৩টি। তালিকার চতুর্থ স্থানে থাকা রয়্যাল বেঙ্গালুরু ২০১৬ সালে ১৪২টি ছক্কা মেরেছিল। ২০২৩ সালে ১৪০টি ছক্কা মেরে তালিকার পঞ্চম স্থানে আছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। মজার ব্যাপার, হায়দরাবাদের এবারের মৌসুম এখনো শেষ হয়নি। গ্রুপ পর্বেই হায়দরাবাদের ম্যাচ আছে দুটি। পরের পর্বে উঠতে পারলে ম্যাচ থাকবে সেখানেও। ১২ ম্যাচে ৭ জয়ে হায়দরাবাদ এখন টেবিলের তিন নম্বরে। তাই ছক্কার সংখ্যাটা যে আরও বাড়বে, সেটা নিশ্চিত। এমনকি সেটা ২০০-এর কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে। তবে সে জন্য জ্বলে উঠতে হবে হেড, অভিষেক কিংবা হাইনরিখ ক্লাসেনকে। হেড-অভিষেক মিলে এই মৌসুমে ছক্কা মেরেছেন ৬৬টি
হেড-অভিষেক মিলে এই মৌসুমে ছক্কা মেরেছেন ৬৬টিএএফপি
হায়দরাবাদের এবারের মৌসুমের ১৪৬ ছক্কার মধ্যে এই তিনজন মিলেই মেরেছেন ৯৭টি। এই তিনজনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৫টি ছক্কা মেরেছেন অভিষেক শর্মা। যা এবারের আইপিএলেই সর্বোচ্চ। এবারের আইপিএলে ৪০১ রান করেছেন অভিষেক, যার মধ্যে ৩৩০ রানই করেছেন চার আর ছক্কাতে। হেড আর ক্লাসেন সমান ৩১টি ছক্কা মেরেছেন।

আইপিএল: ছিটকে যাওয়া মুম্বাইয়ের সংসারে গৃহদাহ

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইপিএল থেকে প্রথম দল হিসেবে ছিটকে গেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। নতুন অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার অধীনে টানা তিন হারে আইপিএল শুরু করে মুম্বাই। এরপর ৪ ম্যাচের মধ্যে ৩টিতে জিতলেও আবার মুম্বাই হারে টানা ৪ ম্যাচে। সেখানেই মূলত প্লে অফের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় তাদের। অঙ্কের হিসাবে যতটুকু টিকে ছিল, সেটাও কাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জয়ে শেষ হয়ে গেছে।
ছিটকে যাওয়া মুম্বাই ড্রেসিংরুমে বিভেদের গুঞ্জন আরও ডালপালা মেলেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, মুম্বাইয়ের কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার পান্ডিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আইপিএলে শুরুর দিকে মুম্বাইয়ের নড়বড়ে অবস্থা নতুন কিছু ছিল না। মুম্বাই একাধিক মৌসুমে নিজেদের প্রথম কয়েকটি ম্যাচে হেরেছে। টানা ৫ ম্যাচ হেরে অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিরোপা জয়ের কীর্তিও আছে তাদের। তাই মুম্বাইয়ের শুরুর হারগুলোকে সাধারণত স্বাভাবিকভাবেই নেওয়া হয়। তবে এবার প্রথম ৩ ম্যাচ হারতেই মুম্বাইয়ের সমর্থকেরা নতুন অধিনায়ক পান্ডিয়ার নেতৃত্ব ও নিবেদন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অবশ্য টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই পান্ডিয়াকে দুয়ো দিয়েছেন মুম্বাইয়ের সমর্থকেরা। তাতে পান্ডিয়ার দায় কমই, তবে সেই ট্রলের জবাব দেওয়ার জন্য যে পারফর্ম করার প্রয়োজন ছিল, মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়া তার ধারেকাছেও করতে পারেননি। বরং অনেক ভুল করেছেন বলেই ধারণা বিশ্লেষকদের।
গত ২৭ এপ্রিল দিল্লির কাছে হারার পরে সতীর্থদের দায়ও দিয়েছিলেন পান্ডিয়া। মুম্বাই অধিনায়ক তিলক বর্মাকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, ‘যখন অক্ষর প্যাটেল একজন বাঁহাতিকে বল করছিল, তাকে আক্রমণ করাই ভালো অপশন ছিল। এই ম্যাচ সচেতনতাটুকু আমরা দেখাতে পারিনি। যেটাই আমাদের ম্যাচে পিছিয়ে দিয়েছে।’ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, দলের ব্যর্থতা একজনের কাঁধে দেওয়া ড্রেসিংরুমের সবাই খুব ভালোভাবে নেননি। এরপর টিম ম্যানেজমেন্ট ও দলের কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার আলোচনায় বসেন। এমনকি টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে সিনিয়র কয়েকজন ক্রিকেটারের সঙ্গে আলাদাভাবে বসা হয়েছিল। সম্প্রতি দলের সিনিয়র কয়েকজন ক্রিকেটার ড্রেসিংরুমের এই অবস্থার জন্য পান্ডিয়ার নেতৃত্বের ধরনকে দায়ী করেছেন বলে জানিয়েছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। মুম্বাই কর্তৃপক্ষের একজনের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। সেখানে তিনি দাবি করেছেন, ‘এটা একটা সাধারণ সমস্যা, নেতৃত্ব পরিবর্তন হলে এমনটা হয়। খেলাধুলাতে এটা সব সময়ই হয়।’ ১২ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে মুম্বাইয়ের অবস্থান তালিকার ৯ নম্বরে। এখনো দুটি ম্যাচ হাতে আছে মুম্বাইয়ের। কলকাতা নাইট রাইডার্স (১১ মে) ও লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের (১৭ মে) বিপক্ষে খেলবে তারা।

রিয়াল-বায়ার্ন ম্যাচ: ডি লিখটের কাছে ভুল স্বীকার করেছেন লাইনসম্যান

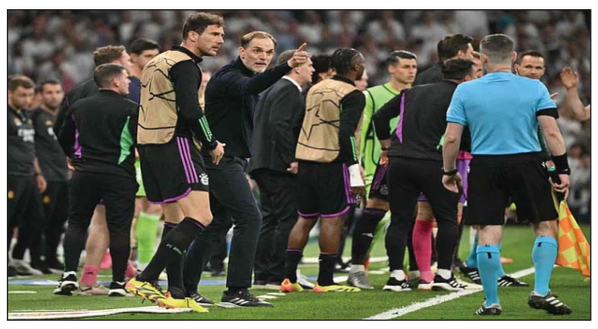

আপনজন ডেস্ক: দাবিটা করেছেন বায়ার্ন মিউনিখ ডিফেন্ডার ম্যাথিয়াস ডি লিখট। অফসাইডের পতাকা তোলার জন্য লাইনসম্যান তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফিরতি লেগের ম্যাচ শেষে এই দাবি করেন ডাচ তারকা।
ফিরতি লেগ ২-১ গোলে জিতে দুই লেগ মিলিয়ে মোট ৪-৩ গোলের জয়ে ফাইনালে উঠেছে রিয়াল। ফিরতি লেগে রিয়াল ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকতে যোগ করা সময়ের ১৩ মিনিটে ডি লিটের গোলের আগে অফসাইডের পতাকা তোলেন লাইনসম্যান। ডি লিখট গোল করার আগেই লাইনসম্যান অফসাইড ধরে বসায় এবং রেফারি বাঁশি বাজানোয় রিয়ালের খেলোয়াড়েরা খেলা থামিয়ে দিয়েছিলেন।
ডি লিখট ভেবেছিলেন, বায়ার্নকে সমতাসূচক গোল এনে দিয়ে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে টেনে নিতে পেরেছেন। কিন্তু লাইনসম্যান অফসাইডের পতাকা তোলায় বাঁশি বাজান রেফারি সাইমন মার্চিনিয়াক। বাঁশি বাজানোর কারণে সেটি অফসাইড হয়েছিল কি না, তা পরীক্ষা করে দেখার এখতিয়ার ছিল না ভিএআরের। টিভি রিপ্লেতে দেখে মনে হয়েছে, অফসাইডের সিদ্ধান্তটি খুব ‘ক্লোজ’ ছিল। তবে গোলটি বাতিল হওয়ার পর ম্যাচে ফেরার সময় ও সুযোগ কোনোটাই ছিল না বায়ার্নের। ম্যাচ শেষে ডি লিখট বলেছেন,
‘লাইনসম্যান আমাকে বলেছেন “দুঃখিত, ভুল করেছি।”’
ম্যাচ ১-১ গোলে সমতায় থাকতে যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে বদলি স্ট্রাইকার হোসেলুর গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। অফসাইড ধরে গোলটি প্রথমে মাঠের রেফারি বাতিল করেছিলেন। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) প্রযুক্তির হস্তক্ষেপে দেখা যায় সেটি অফসাইড ছিল না, তাই পরে গোলটি বহাল রাখা হয়। তবে হোসেলু গোলটি করার সময় অফসাইডের বাঁশি বাজার পরও অন্য লাইনসম্যান খেলা চালিয়ে যান।
ডি লিখট বলেছেন, ‘নিয়ম অনুযায়ী, অফসাইড নিশ্চিত না হলে...খেলা চালিয়ে যেতে হবে। আর শেষ মিনিটে এভাবে বাঁশি বাজানো, আমার মনে হয় এটা বড় ভুল। অফসাইড হয়েছে কি না, আমি জানি না, সেটা ভিএআর পরীক্ষা করতে পারে। কিন্তু এটা (অফসাইড) পরীক্ষা করে না দেখলে বুঝলেন কীভাবে? এটা লজ্জার।’
ম্যাচের ৭১ মিনিটেও ভূমিকা রেখেছে ভিএআর। বায়ার্ন তখন ম্যাচে ১-০ গোলে এগিয়ে। রিয়াল তখন গোল পেলেও ভিএআরের মাধ্যমে দেখা যায়, বায়ার্নের জশুয়া কিমিখকে ফেলে দিয়েছিলেন রিয়াল অধিনায়ক নাচো ফার্নান্দেজ। ফাউল করায় গোলটি বাতিল করে দেয় ভিএআর।

চোটে থাকা হাসারাঙ্গা-পাতিরানাকে নিয়েই শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দল

আপনজন ডেস্ক: চোটের কারণে এবারের আইপিএলে খেলাই হয়নি শ্রীলঙ্কান লেগ স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার। আরেক শ্রীলঙ্কান পেসার মাতিশা পাতিরানাকেও চোট নিয়ে আইপিএলের মাঝপথেই দেশে ফিরে যেতে হয়েছে। এ দুজনকে নিয়েই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা। ১৫ সদস্যের দলটির অধিনায়ক করা হয়েছে হাসারাঙ্গাকে।
হাসারাঙ্গা অবশ্য চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছেন শ্রীলঙ্কায় চলমান অনুশীলন ম্যাচ দিয়ে। সেখানে তিনি এসএলসি ইয়োলো দলের হয়ে দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৯ ও ২৮ রান করেছেন। কিন্তু দুই ম্যাচের একটিতেও বোলিং করেননি।
এবারের আইপিএলে পাতিরানা খেলেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। চোটের কারণে চেন্নাইয়ের প্রথম ম্যাচে ছিলেন না তিনি। চোট কাটিয়ে ফেরার পর দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। কিন্তু আবার হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ায় ফিরে যেতে হয়েছে শ্রীলঙ্কায়।

অবশেষে আয়ারল্যান্ডের ভিসা পেলেন আমির

আপনজন ডেস্ক: দল চলে যাওয়ার দুই দিন পর আয়ারল্যান্ডের ভিসা পেয়েছেন পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ আমির। ভিসা হাতে পাওয়ার পর সম্ভাব্য প্রথম ফ্লাইটেই ডাবলিনের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা তাঁর। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামীকাল। বিলম্বে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় আমিরের প্রথম ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ।
আমির পাকিস্তান দলের অন্যদের সঙ্গে গত মাসেই আয়ারল্যান্ডের ভিসা পেতে আবেদন করেন। তবে খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফসহ দলের সবার ভিসা হলেও আমির পাননি। এরই মধ্যে মঙ্গলবার আমিরকে দেশে রেখে আয়ারল্যান্ডে রওনা দেয় পাকিস্তান দল।
ক্রিকেটপাকিস্তান জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার আয়ারল্যান্ডের ভিসা পেয়েছেন আমির। তাঁর ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে আইরিশ দূতাবাসে ভিসার জন্য আবারও কাগজপত্র জমা দেন আমির।
৩২ বছর বয়সী আমির ২০২০ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে যুক্তরাজ্যে থিতু হয়েছিলেন। চলতি বছর নাকভি পিসিবি চেয়ারম্যান হওয়ার পর আবারও জাতীয় দলে ফেরানো হয় তাঁকে। আমির ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার পর জায়গা করে নেন আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের দলেও।

বার্নাব্যু নামের আশ্চর্য প্রদীপ এবং আলাদিন হোসেলু

আপনজন ডেস্ক: জায়গাটা সান্তিয়াগো বার্নাব্যু। প্রতিযোগিতার নাম চ্যাম্পিয়নস লিগ। ইউরোপ মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালের ফিরতি লেগ। ম্যাচের ৮০ মিনিট পেরিয়ে গেছে। রিয়াল মাদ্রিদ ১-০ গোলে পিছিয়ে, দুই লেগ মিলিয়ে পিছিয়ে থাকার ব্যবধান ২-৩। ম্যাচে বাকি মিনিট দশেক জাল অক্ষত রাখতে পারলেই ফাইনালে বায়ার্ন। চাইলে এ পরিস্থিতিকে আপনি অন্যভাবেও বলতে পারেন—বার্নাব্যুর গ্যালারিতে কিংবা টিভি পর্দার সামনে বসে থাকা সবাই জানতেন, এটাই সেই সময়! লোকে বলে, বার্নাব্যুতে ৯০ মিনিট লম্বা হয়। ম্যাচে প্রতিপক্ষ এগিয়ে থাকলে তো কথাই নেই। বার্নাব্যুর ৯০ মিনিট তখন যেন অনন্তকাল! কথাটা যে গতকাল রাতে যোগ করা ১৩ মিনিটের জন্য বলা হচ্ছে না, সেটাও আপনি জানেন। ‘ডন’ সিনেমার সংলাপ টেনে রসিকতা করে আপনি হয়তো বলতে পারেন, রিয়ালের ‘ঘর’ থেকে জিতে আসা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও—সেখানে অসংখ্য ম্যাচে প্রতিপক্ষ এগিয়ে গিয়ে শেষ দিকে যখন জয়ের সুবাস পাচ্ছে, ঠিক তখনই রিয়ালের গোল, অর্থাৎ ‘অতিথি’ হয়ে আসা দলটির জন্য ৯০ মিনিট আরও লম্বা, কমল রাতের বয়সও। এ নতুন নয়, মৌসুমের পর মৌসুম ধরে বার্নাব্যু ‘অতিথি’দের এমন সব লম্বা রাত ‘উপহার’ দিচ্ছে। তাতে মজে রিয়াল সমর্থকদের মুখে মুখে হুয়ানিতোর সেই কথাটাও অমরত্ব পেয়েছে, ‘নাইনটি মিনিটস ইন দ্য বার্নাব্যু ইজ আ ভেরি লং টাইম।’ বায়ার্ন মিউনিখের জন্য বার্নাব্যুতে গতকাল রাতটা ঠিক এমনই ছিল। সে রাতের আলোয় কে পথ দেখে ফাইনালে উঠেছে আর কে ঝলসে গেছে, সেটাও আপনি জানেন। শুধু একটা প্রশ্ন, ওই সময়ে ঠিক কী মনে হয়েছিল, যখন হোসেলু নামলেন? এটা তো রিয়াল মাদ্রিদ—দুই দশকের বেশি সময় ধরে এমন সব পরিস্থিতিতে তাদের বেঞ্চ থেকে আপনি মাঠে ‘নক্ষত্র’ নামতে দেখেছেন। সেই যে রাউল গঞ্জালেস থেকে রুদ ফন নিস্টলরয়, রোনালদো, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, গঞ্জালো হিগুয়েইন, গ্যারেথ বেল থেকে বেনজেমা—তাঁরা সবাই তারকা এবং পিছিয়ে পড়া দলকে তাঁরা সেকেন্ডের ব্যবধানে সমতায় ফেরাবেন বা জেতাবেন, সেটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। সেই মঞ্চে যিনি নামলেন, সেই লোকটির নাম হোসেলু বলেই ঝামেলাটা বেধেছে। বার্নাব্যুর রাতকে সত্যিই জাদুকরি মনে হচ্ছে!

হায়দরাবাদের কাছে হারের পর লোকেশ রাহুলকে প্রকাশ্যে ‘বকাঝকা’ করলেন লক্ষ্ণৌর মালিক

আপনজন ডেস্ক: ট্রাভিস হেড ও অভিষেক শর্মা—সানরাইজার্স হায়দরাবাদের এই দুই ওপেনারের সামনে কাল লজ্জায় পড়তে হয়েছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বোলারদের। লক্ষ্ণৌর তোলা ৪ উইকেটে ১৬৫ রান হায়দরাবাদ টপকে গেছে ১০ উইকেট আর ১০.২ ওভার হাতে রেখে। লক্ষ্ণৌর হয়ে সবচেয়ে কম ইকোনমি রেটে বোলিং করেছেন স্পিনার কৃষ্ণাপ্পা গৌতম, তিনিও ২ ওভার দিয়েছেন ২৯ রান। এমন ব্যাটিং দেখে লক্ষ্ণৌ অধিনায়ক লোকেশ রাহুলও ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। ম্যাচশেষে তিনি নিজেই জানিয়েছেন এ কথা, ‘সত্যি বলতে, ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। টিভিতে ওদের এই ধরনের ব্যাটিং আমরা দেখেছি, কিন্তু আজকে অবিশ্বাস্য ছিল।’
এমন ম্যাচশেষে শুধু হেড-অভিষেকর ব্যাটিংই নয়, আলোচনায় উঠে এসেছে আরও একটি বিষয়। সে দিকটা মোটেই ক্রিকেটীয় নয়। ম্যাচশেষে লক্ষ্ণৌ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও রাহুলের মধ্যে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। যেখানে কোনো একটা বিষয়ে সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে খুব অখুশি মনে হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা উত্তপ্ত সুরে রাহুলের সঙ্গে কথা বলেছেন। এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই লিখেছেন, এই আলোচনাটা হওয়া উচিত ছিল গোপনে, সবার সামনে নয়। অনেকেই গোয়েঙ্কাকে অপেশাদার বলে অভিহিত করেছেন। তবে এই বিষয়ে রাহুল কিংবা গোয়েঙ্কা কারও মন্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।
এই ঘটনা নিয়ে জিও সিনেমায় স্কট স্টাইরিস বলেছেন,‘সে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিক, স্বাভাবিকভাবেই দল নিয়ে তিনি আবেগী। তিনি তাঁর দলকে বেদম পিটুনি খেতে দেখেছেন। আবেগী হওয়া ঠিক আছে, তবে এই ধরনের আলোচনা গোপনে হওয়াই ভালো। স্টেডিয়ামে অনেক ক্যামেরা, তারা কোনো কিছুই মিস করে না।’
চেন্নাই সুপার কিংসের সাবেক ক্রিকেটার এস বদ্রিনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘আলোচনা সব সময়ই স্বাস্থ্যকর। তবে এটা গোপনে হতে পারত।’
লক্ষ্ণৌর সামনে এখনো প্লে-অফে খেলার সুযোগ আছে। ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লক্ষ্ণৌ ষষ্ঠ স্থানে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**